CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 28 April 2019 ■ আগরতলা, ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইং ■ ১৪ বৈশাখ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শুভ অক্ষয় তৃতীয়া
১লা মে থেকে ৮ই মে ২০১৯
শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

সিস্টার Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

পৃথক স্থানে শিশুসহ তিনজনের মর্মান্তিক মৃত্যু

যান সন্ত্রাস রোধে প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে জাতীয় সড়কে বিক্ষোভ ছাত্রদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাজ্যে যান সন্ত্রাস ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পৃথক স্থানে শিশুসহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের এক কর্মীর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রতিবাদে প্রশাসনকে কাঠগড়ায় তুলে হোস্টেলের ছাত্ররা শনিবার আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করেছে। তাতে কিছু সময় যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে।

আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কে সূর্যমনি নগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পথ দুর্ঘটনায় এক হোস্টেল কর্মীর মৃত্যুর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল ছাত্র ও স্থানীয় জনগণ শনিবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের ফলে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

জাতীয় সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। এর ফলে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। শুক্রবার বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ বিশ্ববিদ্যালয় হোস্টেলের এক কর্মী যখন জাতীয় সড়ক পারাপার হচ্ছিলেন তখনই দ্রুতগামী গাড়ি এসে তাকে ধাক্কা দেয়। তাতে ছিঁটকে পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা করা যায়নি। এরই প্রতিবাদে হোস্টেল ছাত্ররা শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। অবরোধের ফলে যান বাহন আটকে পড়ে, তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

সূর্যমণিনগরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ছাত্ররা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ছবি নিজস্ব।

অবরোধকারীদের দাবি জাতীয় সড়কে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, স্পীড ব্রেকারের ব্যবস্থা করতে হবে, ট্রাফিক পুলিশ নিয়োগ করতে হবে।

জাতীয় সড়ক অবরোধেরে খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ এবং এসডিপিও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। অবরোধকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেন এসডিপিও। এসব দাবি মেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন তিনি। এরপরই অবরোধ প্রত্যাহার করে হোস্টেল ছাত্ররা।

অবরোধের কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবরোধ স্থলের দুপাশে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। প্রচন্ড গরমে ছাত্রীদের চরম দর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

এদিকে, খোয়াইয়ের চেবড়ি এলাকায় একটি বাইকের ধাক্কায় এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। তার নাম শুভধ্বনি দেবনাথ। বয়স পয়ষট্টি। দুর্ঘটনার পরপরই এলাকার লোকজন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে গাছ কাটতে গিয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ এপ্রিল।। গাছ কাটতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে জনৈক ব্যক্তির। নিহত ব্যক্তিকে রাধেশ্যাম দাস (৩৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উদয়পুর ফুলকুমারী বন্দোয়ারে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, শনিবার সকালে রাধেশ্যাম দাস ডাল কাটতে একটি গাছে চড়েছিলেন। কিন্তু আচমকা পা ফসকে গাছ থেকে পড়ে যান তিনি। তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষ হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।যথারীতি খবর দেওয়া হয় পুলিশে। পুলিশ এসে প্রাথমিক তদন্তের পর রাধেশ্যামের মৃতদেহ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য। এদিকে এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নাবালিকার শ্লীলতাহানি খোয়াইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৭ এপ্রিল।। খোয়াইয়ের সুভাষপার্ক কোহিনূর কমপ্লেক্সের ভিতর এক উপজাতি নাবালিকার শ্লীলতাহানি করা হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই মেয়েটিকে আচমকা এক ব্যক্তি ঝাপটে ধরে। অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম অভিজিৎ দাস। বাড়ী খোয়াই থানার অধীন বনকর এলাকায়। অভিজিতের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। জানা গিয়েছে ওই মেয়েটি তার বাবা ও মায়ের সাথে দোকানে জিনিস কিনতে গিয়েছিল।

জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় পশ্চিমবঙ্গ, বেঙ্গালুরু ও মহীসূরে জারি করা হল কড়া সতর্কতা

বেঙ্গালুরু, ২৭ এপ্রিল (হি.স.) : গত রবিবারের জঙ্গি হামলায় শ্রীলঙ্কায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩৫৯ জন। জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি চালাতে গিয়ে শুক্রবার ফের শুরু হয়েছে সংঘর্ষ। এই পরিস্থিতিতে কর্ণাটকের দক্ষিণের দুই শহর বেঙ্গালুরু ও মহীসূরে কড়া সতর্কতা জারি করা হয়েছে। সেই সাথে পশ্চিমবঙ্গেও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। শহর জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। সন্দেহজনক লোকজনের গতিবিধির ওপরে নজর রাখা হচ্ছে।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার টি সুনীল কুমার বলেন, আমরা শহরের সব সংবেদনশীল এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করেছি। বিভিন্ন ধর্মস্থান, মল, শপিং প্লাজা, মাল্টিপ্লেক্স, বিমান বন্দর, রেল স্টেশন, ইন্টার স্টেট বাস টার্মিনাস ও অন্যান্য পাবলিক প্লেসে নজর রাখা হচ্ছে যাতে কোনও অপ্রীতিকর কিছু না ঘটে।

বেঙ্গালুরুতে এমনিতেই পুলিশ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করে। কারণ শহরে রয়েছে ৫০০-র বেশি আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা। তাছাড়া আছে এরোস্পেস ইণ্ডাস্ট্রিজ, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর অফিস, ডিফেন্স ল্যাবরেটরি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স ও রাষ্ট্রায়ত্ত বেশ কয়েকটি গবেষণা সংস্থার অফিস। পাশাপাশি এখন লোকসভা ভোট উপলক্ষ্যে এমনিতেই কর্ণাটক জুড়ে পুলিশ সতর্ক রয়েছে। তার ওপর প্রতিবেশী দেশে অশান্তির পরে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ কমিশনার বলেন, আমরা প্রতিটি হোটেল, পাব, রেস্তোরাঁ, ম্যারেরজ হল, মাল্টিপ্লেক্স ও সুপার মার্কেট কর্তৃপক্ষকে বলেছি, আপনারা নিজেরাও যথাসম্ভব সতর্ক থাকুন। সিসিটিভি, মেটাল ডিটেক্টর ও ফায়ার অ্যালার্ম যেন ঠিকঠাক থাকে।

সুনীল কুমার বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা আমাদের সতর্ক করেছে, বেঙ্গালুরুতে সন্ত্রাসবাদী হামলা হতে পারে। অন্যান্য অপ্রীতিকর কিছু ঘটানোরও চেষ্টা হতে পারে। এই শহরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিস আছে। এখানে কিছু ঘটলে সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। জঙ্গিরা তাই চায়।

বেঙ্গালুরুর পুলিশ প্রধান বলেন, পুলিশ বা অন্যান্য নিরাপত্তা রক্ষী সংস্থার পক্ষে সব জায়গায় সমানভাবে নজর রাখা সম্ভব নয়। শহরের জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি। এতজনের ওপরে লক্ষ রাখা দুঃসাধ্য কাজ। আমরা শহরের বাসিন্দাদের কাছেও আবেদন জানিয়েছি, চারদিকে নজর রাখুন। সন্দেহজনক কিছু ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁচারথলে নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গণধর্ষণ, গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ফের এক নাবালিকা গণধর্ষিতা। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর জেলার পেঁচারথলের কৃষ্ণনগর এলাকায়। এই ব্যপারে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আরও দুইজন পালিয়ে আত্মগোপন করেছে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৪ এপ্রিল বিকালে কৃষ্ণনগর এলাকায় চরক মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। ওই মেলা থেকে বাড়ি ফিরছিল ওই নাবালিকা। মেয়েটি একাই বাড়ি ফিরছিল। পথে তাকে পাঁচ যুবক আটক করে। মুখে চাপা দিয়ে ওই নাবালিকাকে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে যায় পাশের জঙ্গলে। রাতভর ওই নাবালিকাকে দফায় দফায় গণধর্ষণ করেছে ওই পাঁচ যুবক। একসময় মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে। যুবকরা মনে করেছে ওই নাবালিকা হয়তো মারা গিয়েছে। এই অবস্থায় মেয়েটিকে সেখানে ফেলে পালিয়ে যায় পাঁচ যুবক। এদিকে, মেয়েটির পরিবারের লোকজন ওইদিন রাতে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করেও তার কোন হদিশ পায়নি। পরদিন সকালে পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর করার পর রাস্তার পাশের জঙ্গনে ঘুঙ্গানির শব্দ পেয়ে খোঁজ নিয়ে দেখে ওই মেয়েটি বিবস্ত্র অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সাথে সাথেই তারা তাকে স্থানীয় হাসপতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাকে ভর্তি করেছে এবং চিকিৎসা শুরু করে। মেয়েটির কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর ওই পাঁচ যুবকের মধ্যে তিনজনের নাম বলেছে। সেই মোতাবেক অভিভাবকরা পেঁচারথল থানায় একটি মামলা করেছেন। মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে রোদনজয় রিয়াং, মনিষ রিয়াং এবং তমনজয় রিয়াংকে। তাছাড়াও আরও দুইজন ছিল। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পারদ চড়ছে, পাল্লা দিয়ে রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব, ভীড় বাড়ছে হাসপাতালগুলিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। তাপমাত্রার পারদ ক্রমশ উর্দ্ধমুখী। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোগ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব। হাসপাতাল গুলিতে বাড়ছে রোগির ভীড়। সর্দি, জ্বর, ডাইরিয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া সহ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। শিশুদের মধ্যে এসব রোগের প্রবণতা সবচেয়ে বেশী।

রোগ ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেতে এখন প্রয়োজন ক্ষরতাপ এড়িয়ে চলা। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না যাওয়া। দেহের তারমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজন মতো পরিশ্রুত জল পান করা। এক্ষেত্রে ফলের রস দারুন উপকারে আসতে পারে। আগাম সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বিশেষ করে শিশুদের সুস্থ রাখা সহজ হবে। তাপমাত্রার পারদ যত উর্দ্ধগামী হচ্ছে ততোই মানুষ অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। উষ্ণদায়নের কবল থেকে রক্ষা পেতে কৃত্তিম উপায়ে দেহ ঠান্ডা রাখার কৌশল অবলম্বন করেন অনেকেই। কিন্তু সবার পক্ষে তা কোনদিনই সম্ভব নয়। এই মরশুমে প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে খাপ-খাইয়ে চলতে হয় বেশির ভাগ মানুষকেই। এর কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসার জন্য ছোটাছুটি করতে হয় হাসপাতাল কিংবা প্রাইভেট চিকিৎসকের কাছে। হাসপাতালগুলিতে প্রতিটি মুহুর্তে রোগীর সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। রাজধানী আগরতলা শহরের আই জি এম হাসপাতালেও রোগীর ভীড় বেড়েছে অনেকটাই। আউটডোরেও রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। পরিষেবা দিতে গিয়ে চিকিৎসকদের রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হচ্ছে। আইজিএম হাসপাতালে শনিবার শিশু বিশেষজ্ঞদের কাছে রোগীর ভীড় ছিল রীতিমতো রেকর্ড সংখ্যক। কর্তব্যরত চিকিৎসক গৌতম দেবনাথ জানান, এই মরশুমে তীব্র দাবদাহের কারণে বাড়ছে রোগব্যাধি। সর্দি, জ্বর, কাশি, ডাইরিয়া, চোখ লাল হয়ে যাওয়া সহ নান রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ। এর মধ্যে শিশুরা সবচেয়ে বেশী অসুস্থ হচ্ছে। তিনি জানান, এই মরশুমে ভাইরাস মারাত্মক ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠে রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন আইজিএম হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে কুৎসা দ্রুত চলছে তদন্ত, শনাক্ত মূল অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করা সম্ভব হবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে উদ্দেশ্যমূলক কুৎসা রটনাকারী মূল অভিযুক্ত। ইতিমধ্যে পুলিশের সাইবার ক্রাইম শাখার তদন্তে বিষয়টি ধরা পড়ছে। জানিয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের দক্ষিণাঞ্চল রেঞ্জের ডিআইজি অরিন্দম নাথ। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব ও তাঁর পরিবারকে জড়িয়ে শুক্রবার বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম, ওয়েব মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কুৎসামূলক সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে বলে বিজেপির বনমালীপুর মণ্ডল সভাপতি দীপক কর পশ্চিম আগরতলা থানায় জনৈক অনুপম পাল এবং অন্য কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছিলেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধি ৪৬৪ / ৪৬৯ / ৫০১ / ১২০ ধারায় মামলা রুজু করে জোরদার তদন্তে নেমেছে। তাছাড়া একটি নিউজ পোর্টালের বিরুদ্ধেও মামলা নেয়া হয়েছে।

শনিবার ডিআইজি অরিন্দম নাথ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, পুলিশ জানতে পেরেছে এই ঘটনার মূল অভিযুক্ত অনুপম পাল নামের এক যুবক। সেই প্রথমে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কুৎসা রটিয়েছে। পুলিশ এখন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। সে এখন রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে। তবে পুলিশ তার অবস্থান খোঁজে বের করবেই। তার খোঁজে পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে আটক করা হবে। পাশাপাশি পুলিশ তদন্ত করছে, এই জঘন্য ঘটনায় আর কে কে জড়িত। তাদেরও শনাক্ত করে আটক করা হবে বলে জানিয়েছেন ডিআইজি। মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রী নীতি দেব বিবাহ বিচ্ছেদ চেয়ে দিল্লির এক আদালতে মামলা করেছেন বলে প্রমাণ করতে কিছু কাগজপত্র ছাপানো হয়েছে প্রকাশিত সংবাদগুলিতে। পুলিশি তদন্তে ইতিমধ্যে এই কাগজপত্রের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর স্ত্রীর কোনও সম্পর্ক নেই বলে নিশ্চিত হয়েছে। তবে গোটা বিষয়টি যে সাজানো পুলিশের তদন্তে তা-ও ধরা পড়েছে এবং মূল অভিযুক্ত-সহ অন্যদের খুব শীঘ্রই পাকড়াও করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন ডিআইজি নাথ। পুলিশের শীর্ষ অফিসার আরও জানান, ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের দায়ে আইপিসি-র ১২০বি ধারাও যুক্ত করা হয়েছে।

কুমারঘাটে বৈদ্যুতিন ট্রাফি সিগন্যাল ব্যবস্থা বিকল, যান নিয়ন্ত্রণে হিমসিম খাচ্ছে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৭ এপ্রিল।। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে রাজ্যের ট্রাফিক ব্যাবস্থায়ও আধুনিক করণ করা হয়েছে। শহরের যানজট শামাল দিতে রাজ্যের রাজধানী সহ বিভিন্ন মহকুমার শহরে বসানো হয়েছে বৈদ্যুতিন ট্রাফিক সিগন্যাল এবং ঘটা করে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চালুও করা হয়েছে বেশ কিছুদিন হতে চলেছে।

রাজধানী আগরতলা সহ প্রায় সবকটি মহকুমায় লাগানো এই ট্রাফিক সিগন্যালের দরুন যান চালকরা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে চলতে সবে মাত্র শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরই মাঝে রাজধানী আগরতলা সহ বেশ কয়েকটি মহকুমায় লাগানো বৈদ্যুতিন ট্রাফিক সিগন্যালের সিস্টেম বিকল হয়ে পড়েছে। যার ফলে আগের মতো ট্রাফিক পুলিশ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে যানজট।

উনকোটি জেলার কুমারঘাটেও দেখা গেল একই ছবি। প্রায় তিনমাস পূর্বে কুমারঘাট শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে শহরের নেতাজী চৌমুনিতে বসানো হয়েছিল ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যাল সিস্টেম।

কিন্তু বিগত দেড় মাস ধরে এই সিগন্যাল অকেজো হয়ে পড়ে আছে। যার ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ করতে পুরোনো সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করতে হচ্ছে ট্রাফিক দপ্তরকে। ইলেকট্রনিক ট্রাফিক সিগন্যাল কুমারঘাটের বুকে চালু হওয়াতে সুবিধা হয়েছিল যান চালকদের এবং শহরের যানজট অনেকটাই কমেছিল বলে জানান শহরের টমটম এবং অটো চালকরা। এখন তা বিকল হওয়াতে অসুবিধা পোহাতে হচ্ছে তাদেরকে।

অন্যদিকে, শহরের যানজট নিয়ন্ত্রণে কর্তব্যরত এক ট্রাফিক কর্মী জানান সিগন্যাল বিকল থাকার ফলে তাদেরকে পুনরায় কার্ড হাতে ডিউটি দিতে হচ্ছে এবং ব্যস্ততম সময় হিমসিম খেতে হচ্ছে তাদেরকে।

এতদিন ধরে সিগন্যাল বিকল হয়ে থাকলেও সারাইয়ের কোন উদ্যোগ নেই দপ্তরের।

যান চালক এবং কর্তব্যরত ট্রাফিক কর্মীরা চাইছেন অতিসত্তর কুমারঘাট শহরের ট্রাফিক সিগন্যাল সারাইয়ের কাজে হাত দেওয়া হোক, তাতে যানজটের সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে।

এখন দেখার দপ্তর এবিষয়ে কি কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্থানীয় জনগণ এই ব্যাপারে প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

রাগনা চেকপোস্ট পরিদর্শন বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। রাগনা চেকপোস্ট পরিদর্শন করলেন আজ বিকেল ৩টা নাগাদ আগরতলার বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনের প্রথম সচিব মোঃ জাকির হোসেন ভুইয়া এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্প্রীতি পরিষদের কার্যকরী সদস্য মোসাহিদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিম আসনে পুনর্ভোট নিয়ে সোচ্চার বিরোধীরা

সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে পুনর্ভোটের দাবিতে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। ভোট কারচুপির অভিযোগ কার্যত প্রমাণিত হয়েছে, এই যুক্তিতে পশ্চিম আসনে পুনরায় ভোটগ্রহণ না হলে রাজপথে নামবে বলে হুমকি দিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেস। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন কংগ্রেসের প্রদেশ নেতৃত্ব।

শনিবার আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সহ-সভাপতি পীযূষকান্তি বিশ্বাস বলেন, ১১ এপ্রিল পশ্চিম আসনে অনুষ্ঠিত ভোটের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ এখন ধৈর্য ধরতে পারছেন না। সকলেই পুনর্ভোটের অপেক্ষায় প্রহর গুণছেন। তিনি বলেন, ৮৫০-এর অধিক অভিযোগ জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনে। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে প্রচুর বুথে ভিডিও ফুটেজে গরমিল রয়েছে। তাঁর কথায়, ওই রিপোর্টে ৯ ঘণ্টার ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছে এমন বুথের হিসাব রয়েছে। কিন্তু, প্রকৃত অর্থে কত সময় ধরে ভিডিও রেকর্ডিং হয়েছে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাঁর সাফ কথা, রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৩৩টি বুথে পুনর্ভোটের ব্যবস্থা না করার কোনও যুক্তি থাকতে পারে না।

পীযূষবাবু বলেন, নির্বাচনের কাজে যুক্ত বহু আধিকারিকের বিরুদ্ধে রিটার্নিং অফিসার মামলা করেছেন। তাঁর মতে, ভোট প্রক্রিয়ায় ত্রুটি রয়েছে তা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও পুনর্ভোট ঘোষণা না দেওয়ার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে, এর পেছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা, তাও অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। এদিন তিনি দাবি জানানোর পাশাপাশি সতর্ক করে বলেন, দলশক্তির প্রভাবে পুনর্ভোট না হলে প্রদেশ কংগ্রেস আইনের আশ্রয় নেবে। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে দল।

এদিকে, ত্রিপুরায় পশ্চিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী সুবল ভৌমিক নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, ভোট হয়েছে ১৫ দিন অতিক্রান্ত। অথচ এখনও পুনর্ভোট নিয়ে কমিশন কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তিনি মনে করেন, কংগ্রেসের তরফে ৮৫০টি অভিযোগ জানানো হয়েছে। রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্টে আরও ৪৩৩টি বুথে গরমিল পাওয়া গিয়েছে। ফলে, সহস্রাধিক বুথের ভিডিও ফুটেজ দেখতে সময় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোমবার মহকুমাভিত্তিক আন্দোলনের ঘোষণা বামেদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৭ এপ্রিল।। ত্রিপুরা পশ্চিম আসনে পুনর্ভোটের দাবিতে কংগ্রেস প্রদর্শিত পথেই হাঁটছে বামফ্রন্ট। নির্বাচন কমিশন পশ্চিম আসনে পুনর্ভোট ঘোষণা না করলে আগামী সোমবার এই সংসদীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত মহকুমাভিত্তিক মিছিল ও সভার ডাক দিয়েছে বামফ্রন্ট। শনিবার আগরতলায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই ঘোষণা করেছেন ত্রিপুরা বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক বিজন ধর। তাঁর কথায়, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আজ পুনরায় পুনর্ভোটের দাবিতে ডেপুটশন প্রদান করেছেন। কারণ, ভোট হয়েছে ১৬ দিন অতিক্রান্ত। তবুও পুনর্ভোট গ্রহণে বিলম্ব কেন হচ্ছে তার কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা।

বিজনবাবুর কথায়, আজ ত্রিপুরার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে পুনর্ভোট বিলম্বের কারণ জানতে চেয়েছি। পদ্ধতিগত কারণে বিলম্ব হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন। বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের কাছে সিইও জানিয়েছেন, পুনর্ভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনের রয়েছে। বিজন ধর বলেন, পশ্চিম আসনে পুনর্ভোটের দাবিতে আবারও মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কাছে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেন, ভোট শেষে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে কমিশন তা জোর গলায় বলতে পারেনি। তাছাড়া, পশ্চিম আসনে ভোটে আইন-শৃঙ্খলাজনিত অবনতির জন্যই পূর্ব আসনে ভোট পিছিয়ে দিয়েছিল কমিশন। শুধু তা-ই নয়, বিভিন্ন বুথের ভিডিও ফুটেজ দেখে পশ্চিম আসনে রিটার্নিং অফিসার রিপোর্ট দিয়েছেন ভোটে গণ্ডগোল হয়েছে। ফলে, পুনরায় ভোট গ্রহণের যথেষ্ট কারণ রয়েছে, দাবি করেন বিজন ধর।

তাঁর বক্তব্য, নিরাপত্তার প্রশ্নেই ডিআইজি আইন-শৃঙ্খলা রাজীব সিংকে সরিয়েছে কমিশন। তাছাড়া, বিশেষ পর্যবেক্ষক-সহ একাধিক পর্যবেক্ষক পূর্ব আসনের ভোটে নিযুক্ত করেছিল কমিশন। ফলে, পশ্চিম আসনে পুনরায় ভোট দেওয়ার জন্য আর প্রমাণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে হয় না। তাই, পুনর্ভোটের দাবিতে আগামী সোমবার পশ্চিম সংসদীয় ক্ষেত্রে মহকুমাভিত্তিক মিছিল ও সভার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বামফ্রন্ট, জানান তিনি।

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ১৯৭ ▫ ২৮ এপ্রিল ২০১৯ ইং ▫ ১৪ বৈশাখ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

রাজনীতির দিশাহীনতা

বিজেপি দলের সহচর উপজাতি ভিত্তিক দল আইপিএফটির এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখিবার অবস্থা। শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা। শুক্রবার দলীয় কর্মকর্তারা বৈঠকে বসিয়াও পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়াছেন কিন্তু নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। তাঁহারা লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল পর্য্যন্ত দেখিয়া রণকৌশল গ্রহণ করিবে বলিয়াই জানা গিয়াছে। একথা ঠিক, বিজেপির সঙ্গে সরকারে থাকিয়াও শরিক দল আইপিএফটি লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছে। ময়দানে বিজেপির বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বিজেপি ও আইপিএফটি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হইয়াছে। প্রতিবাদে ছোট শরিক রাস্তা অবরোধ আন্দোলন করিয়াছে। এমন রক্তাক্ত সখ্যতা ভূভারতে নজীরবিহীন বলা যাইতে পারে। জোট করিয়া সরকারে থাকিয়া এক শরিক অপর শরিকের মুন্ডুপাত, সংঘর্ষের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলও রীতিমতো বিস্মিত। বিস্মিত এই কারণে যে, ন্যূনতম নীতি আদর্শের সামঞ্জস্য যেখানে নাই সেখানে জোটের অস্তিত্ব কি সুফল দায়ক? বিজেপির প্রভারী সুনীল দেওধর তো স্পষ্ট বলিয়া দিয়াছেন পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়া থাকিলে আইপিএফটি সরকার ছাড়ুক। প্রভারীর এই হুমকি এবং কড়া বার্তাকেও 'বিপ্লবী' আইপিএফটি নেতারা হজম করিয়াছেন। কথায় আছে ক্ষমতা বিষম বস্তু। এনসি ও মেবাররা ভাল করিয়াই জানেন তাহাদের বিপ্লবী চেতনা কতখানি সাধারণ কর্মী সমর্থকরা বুঝিয়া গিয়াছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি যতখানি সম্ভব ব্যবহার করিয়াছে আইপিএফটিকে। নির্বাচনে বিজেপি একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাইয়া যাওয়ায় ছোট শরিকের দাম কমিয়া যায়। আর এই সুযোগ ষোলআনা কাজে লাগাইয়াছেন সুনীল দেওধর।

এইবারের লোকসভা নির্বাচনে সব দলেরই শক্তি যাচাই হইয়া যাইবে। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ভোটে তো সব দলই সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব আসনে বিরোধী কংগ্রেস ও সিপিএম জয়ের আশা করিতেছে। ইহা তো সাংঘাতিক ঘটনা। পালাবদলের এক বৎসরের অধিক সময়ে এমন কি ঘটিল বিজেপি ও সিপিএম জয়ের সম্ভাবনা দেখিতেছে। যদিও পশ্চিম আসনে কলংক লেপন হইয়াছে। ছাপ্পা ভোট, ভোটারদের ভয়ভীতি, ভোটকেন্দ্রে যাইতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি অভিযোগে ভারী হইয়া আছে পশ্চিম ত্রিপুরা আসন। নির্বাচন কমিশন কত বুথে পুণঃভোট করাইবেন তাহা এখনও ঝুলিয়াই আছে। একথা স্পষ্ট যে, ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনের ভোট ফল আগামী দিনে রাজনৈতিক পথ নির্দেশ করিবে। পৃথক রাজ্যের দাবীদার আইপিএফটি সেই দিনের জন্যই অপেক্ষায় থাকিবে সন্দেহ নাই।

১৯৮৮ সালে কংগ্রেস জোট করিয়াছিল উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে। তখন যুব সমিতির সব আবদার নতমস্তকে মান্যতা দিয়া শেষ রক্ষা করিতে পারেন নাই মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার। কারণ যুব সমিতির সমর্থন ছাড়া সরকার টিকানো যাইত না। সেই সময় যুব সমিতিও কম তাইরে নাইরে করে নাই। এক সময় তো সিপিএমকে নিয়া সরকার গড়িবার প্রস্তাবও উঠিয়াছিল। শর্ত দেওয়া হইয়াছিল দশরথ দেবকে পরিষদীয় নেতা করিতে হইবে। সিপিএম তাহাতেও সম্মত হইয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছিল। শুধু তাই নয় যুব সমিতিকে মুখ্যমন্ত্রীত্ব ছাড়িতে নাকি রাজী ছিল সিপিএম। শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস হাইকমান্ড ঝাপাইয়া পড়ে। সমীর বর্মনকে মুখ্যমন্ত্রী করিয়া আবার কংগ্রেস যুব সমিতির সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ই পতনের শুরু হয় জোট সরকারের। ১৯৯৩ সালে কেন্দ্রের সরকার টিকাইতে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও নিজের দলের ত্রিপুরা সরকারকে বলি দিয়া নিজের রাজত্ব রক্ষা করেন। সেদিন রাষ্ট্রপতির শাসনে বিধানসভার নির্বাচন হয়। জোট শাসনে জনমনে পুঞ্জিভূত তুষের ছাই চাপা আগুন বিস্ফোরিত হয় নির্বাচনে। বিধানসভা নির্বাচনে আবার বামফ্রন্ট ক্ষমতায় বসে। টানা পঁচিশটি বছর ত্রিপুরায় রাজত্ব করে বামেরা। আর আজ বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া জনমনে কতখানি জায়গা করিয়া নিতে পারিয়াছে ছোট শরিক আইপিএফটির প্রভাব তো ক্ষুন্ন হইয়াছে। সেই তেজী ভাব নাই। সুতরাং অপেক্ষার পালা। কেন্দ্রের শক্তিতেই রাজ্যের শক্তি। কেন্দ্র যে দলের দখলে যাইবে রাজ্যে সেই দলই তো উজ্জীবিত হইবার কথা। সুতরাং অপেক্ষার পালা। রাজ্যে সাড়া জাগানো আন্দোলন করিয়া আইপিএফটি এখন ক্ষমতার মসনদে বসিয়া একেবারে ক্লান্ত অবসন্ন। ত্রিপুরার পৃথক রাজ্যের দাবীর আন্দোলন তো একেবারেই ফ্লপ মারিয়াছে। ইস্যুর উপর ভর করিয়া জাগিয়া উঠে আঞ্চলিক দল। পৃথক রাজ্যের দাবী নিয়া আইপিএফটি আর সুবিধা করিতে পারিবে না তাহা স্পষ্ট হইয়া গেল।

রাজস্থানে তারকা খচিত রোড শো- বারমেড়ে সানি দেওল, আজমীরে গোবিন্দা

জয়পুর, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। বলিউড অভিনেতা সানি দেওল চলতি মাসেই ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। পঞ্জাবের গুরুদাসপুর থেকে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে লড়বেন বলিউড অভিনেতা। শনিবার রাজস্থানের বারমেড়ে লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী কৈলাশ চৌধুরীর সমর্থনে প্রথম রোড শো করলেন সানি দেওল। অন্যদিকে, এদিন আজমীর লোকসভা আসনের কংগ্রেস প্রার্থী রিজ্জু ঝুনঝুনওয়ালার সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারের রোড শো-এ দেখা গেল অপর বলিউড অভিনেতা গোবিন্দাকে।

রাজস্থানের বারমেড়ে লোকসভা কেন্দ্রে কংগ্রেসের তরফ থেকে মানবেন্দ্র সিং প্রার্থী হয়েছেন। এদিন বিজেপি প্রার্থী কৈলাশ চৌধুরীর সমর্থনে সানি দেওলের রোড শো-এ তাঁর ভক্তদের কাছ থেকে পেইন্টিং ও পাগড়ি নিতে দেখা গেল অভিনেতাকে। তাঁর বিখ্যাত "গদ্দার" সিনেমার বিখ্যাত 'হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ থা, জিন্দাবাদ হ্যায়, অউর জিন্দাবাদ রহেগা" রোড শোয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে বাজছিল। প্রসঙ্গত, সানি দেওল পঞ্জাবের যে আসনে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে আগে বিখ্যাত বলিউড অভিনেতা বিনোদ খান্না বিজেপি প্রার্থী হিসেবে ভোটে লড়েছেন। গুরুদাসপুর সেই হিসেবে বিজেপির দুর্গ বলেই পরিচিত। বিনোদ খান্নার মৃত্যুর পর ওই আসনে তাঁর স্ত্রী কবিতা খান্না দাঁড়াতে পারেন এমন গুঞ্জন চলছিল রাজনৈতিক মহলে, কিন্তু বিজেপি সানি দেওলকে সেখান থেকে টিকিট দেয়। সেই প্রসঙ্গে এদিন কবিতা খান্না জানান, ঞ্জ'এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যে আমি কোনওরকম ব্যক্তিগত ইস্যু ছাড়াই আমার সম্পূর্ণ সমর্থন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে রাখতে চাই।

রাজস্থানে অতিরিক্ত তাপপ্রবাহে মৃত্যু শ্রমিকের

কোটা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। রাজস্থানের কোটায় একটি গ্রামে অতিরিক্ত তাপপ্রবাহের জেরে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। বুধাদিত থানার স্টেশন হাউস অফিসার অমরনাথ কালবাইলিয়া জানান, কোটার খেয়াওয়াডা গ্রামের শান্তিলাল মিনা (৪৫) নামে এক শ্রমিক মনরেগা (মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টী অ্যাক্ট)-এর অধীনে কাজ করতে করতে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। যদিও, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান অঞ্চলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সম্ভবত ওই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন শাহবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্তা। ১৭৪ ধারায় (অপ্রত্যাশিত মৃত্যু তদন্তের তদন্ত) একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে। রাজ্যের কোটা অঞ্চলের তাপমাত্রা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। এদিন এলাকার সর্বনিম্ন ২৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা নিয়ে চলছে। বর্ধিত তাপমাত্রা দেখে জেলা প্রশাসক মনরেগার অধীনে কাজের সময়সীমা সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত সংশোধন করেছেন।

প্রকৃত স্বাভিমান উজ্জ্বল করার ব্রত

সুব্রতা ঘোষ রায়

গণতান্ত্রিক দেশে জনপ্রতিনিধিরা দেশ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন যেমন-তেমনই জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন জনগণ। প্রতিটি বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এই জনগণের একক। তাঁরা তাঁদের বুদ্ধিবিবেচনায় স্থির করেন কোন দলকে ভোট দেবেন, কোন প্রার্থীকে ভোট দেবেন। বিভিন্ন দল নির্বাচনের প্রাক্কালে কীভাবে কোন কোন বিষয়ে করবেন তার একটি খসড়া পরিকল্পনা করেন---যাকে আমরা নির্বাচনি ইস্তাহার বলি। এই পরিকল্পনার খসড়ায় দেওয়া হয় বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি। মানুষ তাদের জীবন নির্বাহেও কিছু পরিকল্পনার আবহে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তবে সবসময় সবকিছু পরিকল্পনা মোতাবেক যে হয় বা হবেই---এমনটা নয়, তবে সেই মতো এগোলেই কিছু ফল পাওয়া যায়। এই ফল কখনও প্রত্যাশার কাছাকাছি, প্রত্যাশার কম কিংবা প্রত্যাশার বেশিও হতে পারে। আবার কখনও নাটকীয় পরিস্থিতিতে সেইভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চালিত হয় জীবন। প্রাক নির্বাচন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দল তাদের বিভিন্ন চিন্তাভাবনার রেখা নিয়ে নির্বাচনি ইস্তাহারে সাজিয়ে দেয় বিভিন্ন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পূরণ করার পথে আবার চলে আসে নানারকম দুঃস্বপ্ন। আর সেই দুঃস্বপ্নের সুযোগে দূরে চলে যায় রাজনৈতিক দল। বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ায় সাধারণ মানুষ এমনই বলে অভিজ্ঞতা। সব সময় যে সব কিছু ইস্তাহারে বলা থাকবে, এমনটাও নয়। ইস্তাহারের বাইরেও উন্নয়নের কাজ হতেই পারে, করাই যায় পরিস্থিতি ও চাহিদা বুঝে। দেশ পরিচালনায় সেবার মনোভাব না থেকে যদি কেবল শোষণ ও লুঠের মানসিকতা থাকে, তবে সেই দল ও ব্যক্তিকে বেশিরভাগ মানুষজনই চিহ্নিত করে ফেলেন। হাজার ছলনায়ও তার পরিত্রাণের সুযোগ তখন কমে আসে অনেকটাই। স্বপ্ন দেখানোর চালচরিত্রের চালাকি আর অধরা থাকে না। পরিকাঠামোর দিকে জোর না দিয়ে শুধুই যদি গালভরা গাপ্পোই বলা হয়, তবে সেই গপ্পে মানুষ কান দেয় না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে চিন্তাভাবনার গতি আসে ঠিকই, তবে গতির সঙ্গে যথাযথ পথ আর বাহন যদি না মেলে মানুষ যেহেতু আলোক নয়, তাই সে মুখ থুবড়ে পড়ে আর চোট পায়। সেই চোটের কারণ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলে পুরনায় যাতে ক্ষতের পুনরাবৃত্তি না হয়, সেই বিচক্ষণতা সে কিছুটা হলেও অর্জন করে তখন। সকলের জন্য মর্যাদার সঙ্গে কাজ ও বিনিময়ে উপার্জন মানুষেণ অন্যতম মৌলিক চাহিদা। কিন্তু সেইমতো সুস্থির পরিকাঠানো রচনায় যদি প্রয়োজনীয় ভাবনাচিন্তা না করে ঢালাও অর্থসাহায্যের কথা ঢাক পিটিয়ে বলা হয়, তবে তা দেশের অর্থনীতি ও মানবসম্পদের পক্ষে যেমন সুইঙ্গিত বয়ে আনে না, তেমনই জনতার সঠিক মূল্যায়ন না করে শুধুমাত্র অনুকম্পার আবরণে অর্থসাহায্য অসম্মানের নামান্তর মাত্র। তাতে খটকাও থেকে যায়। অনুগ্রহ বিতরণ করে বেশিদিন জনমন হরণ করা যায় না। কখনও কখনও নির্বাচন পূর্ববর্তী পর্যায়ে হয়ত সাময়িক কিছু লাভ হয়, কিন্তু সচেতন মানুষ বারবার এক ভুল করেন না। জনগণকে প্রকৃত সক্ষম করে তাঁদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ না নিতে তা স্বাভিমানে আঘাত করে, দেশের সার্বিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

২০১৯ সালের প্রথম দিকে ন্যাশনাল স্যাম্পল দক্ষতরের যে রিপোর্ট ফাঁস হয়ে যায়, তাতে পরিস্কার উঠে আসে ২০১৭-১৮ সালে কর্মহীন মানুষের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি গত ৪৫ বছরের মধ্যে ২০১১ সাল থেকে শিক্ষিত উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এই অবস্থায় ৬.১ শতাংশ এই রিপোর্ট প্রকাশের পর নানাভাবে তা পুরোপুরি সঠিক নয় বলবার নানা চাপানউতোর ভারত সরকার তৈরি করতে চাইলে তা ধোপে টেকেনি। এরপর সম্প্রতি বেঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফল সাসটেনেবল এমপ্লয়মেন্ট' এর 'স্টেট অব ওয়ার্কিং ইন্ডিয়া ২০১৯ 'শীর্ষক যে রিপোর্ট প্রকাশ পেয়েছে তাতে জানা যাচ্ছে যে ২০১৬ সালের নভেম্বর মাস থেকে পরবর্তী দু'বছরে ভারতের চাকরি হারিয়েছেন ৫০ লক্ষ মানুষ। উল্লেখ করার বিষয় ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে নোটবন্দি হয়, এবং এপর কিছুদিন পর চালু হয় জিএসটি বা পণ্য পরিষেবা কর। রিপোর্টে মহিলাদের বেকারত্বের বিষয়টি ধরা হয়নি, ধরা হলে ৫০ লক্ষ সংখ্যাটি আরও বেড়ে যাবে। দেশের গ্রাম ও শহর দু'জায়গাতেই অল্পশিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাও কমেছে। নোটবন্দি ও জিএসটির পর সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির বাজার ভয়ানক সংকুচিত হয়েছে। ফলে কাজের সুযোগ বন্ধের পাশাপাশি কাজ হারিয়েছেন বহু মানুষ। এই কর্মহীনতা সৃষ্টি যেমন ভুল পদক্ষেপের জন্য, তেমনি এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ নিবেষভাবে গ্রহণ করা জরুরি।

নিজের বিবেচনায় নিজের ভোট নিজেকে দেবার সচেতনতা গণতান্ত্রিক দেশে তাই সবসময় প্রয়োজন। দেশের পরিস্থিতি, দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শুধু লোকের কথায় নয়, দলের কথায় নয়, বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্যাবলিতে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, ক্রশচেক করে যথাসম্ভব সচেতনতায় নিজের মতামত জানাতে হয়। ভোটদান নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য। গণতান্ত্রিক দেশে ভোটদানে অনীহা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। বিভিন্নভাবে নাগরিককে এই বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের একটি বিদ্যালয়ে অভিভাবকরা ভোট দিলে পড়ুয়া দশ নম্বর পাবে—এই মর্মে নোটিশ জারি করেছে। অভিনব এই পন্থায় অভিভাবকদের মধ্যে যেমন ভোটদানে সচেতনতা আসবে পড়ুয়াও ছোটবেলা থেকে ভোটদানে নিজের ভূমিকা বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠবে। রিগিং ছাপ্পা, বুথ দখল, ভোটার কেনা প্রভৃতি নানা দুর্নীতি ভোটের আঙিনায় ডানা ঝাপটায়। তামিলনাড়ুর ভেলোরে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধারের ফলে নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত দিনে ভোট বাতিল করেছে। এইরকম অনেক কেন্দ্রের ভোটারদের মধ্যে টাকা বিলি, দান খয়রাত হয়, কিন্তু তার জেরে ভোট বালি এবারই সম্ভবত প্রথম। এ নিশ্চয়ই ইতিবাচক পদক্ষেপ। ২০১৯-এ আমরা কতটুকু শিক্ষিত হলাম? দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের অবস্থা এমন হতাশাজনক কেন? কেন এইভাবে ভোটকেনা এখনও সম্ভব হয়? পেশিশক্তি, অর্থবল প্রয়োগের চক্রান্তকে বুঝতে হবে, প্রতিহত করতে হবে, সংযতভাবে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে। রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের টাকার কাছে নিজেক বিকিয়ে দিয়ে তাদের সংসদে পাঠানো নির্বুদ্ধিতার অদূরবর্তী ফল। বিষয়ে বাবনাটা তাই ভীষণভাবে আবশ্যক। সঙ্গে সঙ্গে ইভিএমের কারিগরি সন্ত্রাস বিষয়েও সোচ্চার হতে হবে। ইভিএম মেশিনে ভোটার ভেরিফায়েড পেপার অডিট ট্রায়াল' বা ভিভিপ্যাট-এর দাবি জানাতে হবে। ইভিএম ভোট দেবার পর যাঁকে ভোট দেওয়া হল, ভোটার যাতে নিশ্চিত হয় সেইজন্য ইভিএম মেশিন যেন তৎক্ষণাৎ এই মর্মে একটি প্রিন্টেড স্লিপ বেরিয়ে আসে এই ব্যবস্থা ভিভিপ্যাটের মাধ্যমে করার জন্য নায্য মেরুদণ্ড। দেশগঠনে যুবসমাজের সচেতনতা ও সরাসরি অংশগ্রহণ বিশেষভাবে জরুরি। মিথ্যে প্রতিশ্রুতিতে না ভুলে, সাময়িক টাকার লোভ প্রত্যাখ্যান করে নিজের স্বাভিমান নিজেকে রক্ষা করতে হবে যাতে দেশের মর্যাদা অসাধু মানুষজনের হাতে পনে হোঁচট খেয়ে ভুলুণ্ঠিত না হয়।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান

লিটল ম্যাগাজিন ফিনিক্স পাখীর মতো মাথা তুলে

অভীক মজুমদার

(১)

হারকিউনিলস'কে দেবতারা প্রশ্ন করেছিলেন, কেমন জীবন চাও? দীর্ঘ, শান্ত, নিরুদ্বেগ জীবন না কি স্বপ্ন, উদ্দাম, রোমাঞ্চকর জীবন? হারকিউলিস চেয়েছিলেন দ্বিতীয়টি। লিটল মাগাজিন বিষয়ে ভাবলেই গ্রিক পুরাণকথার প্রসঙ্গটি মনে পড়ে।

'ফলত স্বকীয়তা, বিক্ষোভ-বিদ্রোহ। এ সবই লিটল ম্যাগাজিনের সাধারণ লক্ষণ, যেসব পত্রিকায় এসব লক্ষণ দেখতে পাই না তারা আকারে ছোট হলেও লিটন ম্যাগাজিন বলে গণ্য করি না। যারা অক্ষম, লোভী, হিসেবি, যারা শক্তিমান ও বিত্তমানের চামচা, যারা অস্মিতাবিহীন অনুব্রজী তাঁদের পক্ষে লিটন ম্যাগাজিন বার করা ধৃষ্টতা।' এসব কথা লিখেছিলেন শিবনারায়ণ রায়। আমাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে, ১৯৫৩ সালের 'দেশ' পত্রিকায় (মে সংখ্যা) বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ 'সাহিত্য-পত্র', যেখানে 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি ঐতিহাসিক গুরুত্বে নির্ধারিত হল। সাগরপারের লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলনের হাওয়া ক্রমাগত এসে আছড়ে পড়তে লাগল বাবুঘাটে। ভুললে চলবে না অবশ্য, যে, রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রে 'কনিষ্ঠা' নামটি চালাতে চেয়েছিলেন ১৯১৪ সালেই।কী আশ্চর্য! ১৯১৪ সালেই শিকাগো থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত 'Little Review' পত্রিকা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৮ সালে একটি সাক্ষাৎকারের জানান, 'লিটন কিন্তু প্রকৃত অর্থে লিটন নয়—হয়তো অর্থকরী দিক থেকে লিটল, তারা কোনও টাকা দিতে পারে না লেখককে, তারা ছাপাখানার খরচ সবটা কুলিয়ে উঠতে পারে না, যা হোক করে কাগজ কেনে যা হোক ক'রে ব্লক তৈরি করে কারও কাছে ধার করে ব্লক নিয়ে এসে ছাপে—এই সব অর্থেই লিটল আর কী। তবে লিটল ম্যাগাজিন ছাড়া কোনো দেশের সাহিত্য কখনও বড়ো হয়নি, হতে পারে না'।

মোটামুটি রবি ঠাকুর প্রস্তাবিত 'কনিষ্ঠ' পত্রিকাবলির একটা ধারণা পাওয়া গেল। এ-কথা বোঝা গেল, ব্যবসার বদলে মনন, মুনাফার বদলে চিন্তার নবায়ন, জনরুচির চাহিদামতো ভোজ্য জোগানো হয়,পরীক্ষা আর প্রতিবাদী বিস্ফোরণে মনকে জাগানো---এই-ই হল লিটল ম্যাগাজিনের অন্বিষ্ট। তবে এপথও স্বাভাবিকভাবেই বিপদসংকুল, একদিকে অর্থনীতির দুরবস্থা আর অন্যদিকে চাকচিক্যময় 'বিগ' হয়ে ওঠার হাতছানি। একদিকে উপেক্ষিত 'স্বাতন্ত্র্য' আর অন্যদিকে আপসরফায় নামযশ-সমৃদ্ধি। রবার্ট ফ্রস্টের মতো দু'মুখো পথের সামনে দাঁড়িয়ে গতিমুখ নিয়ে ভাবেন লিটর ম্যাগাজিনের কর্তা-সম্পাদক সম্প্রদায়।

আরও আছে। যদি সকলে ভাবেন এই 'আদর্শায়িত', 'আপসহীন', 'প্রতিষ্ঠানবিরোধী', 'নীতিনিষ্ঠ' গোষ্ঠীই 'লিটল ম্যাগাজিনের' শেষ সত্য, তাহলে সামান্য ভুল হয়ে যাবে। তেমন সম্পাদক বা গোষ্ঠী যে ছিল না, বা আজও নেই, একথা বলা ধৃষ্টতা। কিন্তু, তার সঙ্গে সঙ্গে চলে আর একরকম ঝড়তুফান, চোরাগোপ্তা সমুদ্রস্রোত। একদশকে যে হামেলাই সঙ্ঘ ভেঙে যায়, সেকথা অনেকেই জানি। দল-উপদল সংবলিত মননচর্চা ক্রমে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বৃত্তে সঞ্চারিত হতে থাকে। একেকজন হয়ে ওঠন স্ব-স্ব এলাকার গোষ্ঠীপতি। তারপর ক্রমে আরও ভাঙন। ফলে, পত্রিকাটির / পত্রিকাগুলোর তিরোধান। কখনও আবার এমন হয়---সম্পাদকের 'রাজনৈতিক' মত গোষ্ঠীর অপর সদস্যদের সঙ্গে মেলে না, কখনও 'নন্দনতাত্ত্বিক' বিরোধও মাথাচাড়া দেয়। লেখক-লেখিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হয়। তারও ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। কারও বোনঝি লেখকসূচিতে ঢোকেন, ফলে কারও ভাইপো বা খুড়শ্বশুর বাদ চলে যান। লাগে ঝমেলা। তখন, কয়েকজন বেরিয়ে এসে হয়তো নতুন-নতুন লিটল ম্যাগের জন্ম দেন। ফলে, সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। সেসব দেখে উৎসাহিত বোধ করার কারণ নেই। হামেশাই অকালমৃত্যু হানা দেয়। সুতরাং অর্থনীতিই যে লিটল ম্যাগ নিশ্চিহ্ন হওয়ার একমাত্র কারণ সেটা মনে হয় না। সম্পাদকের ওপরই সাধারণত পত্রিকা নির্ভর করে। লক্ষ করা যেতে পারে, একেকজন সম্পাদকের সঙ্গে একেকটি পত্রিকা ওতপ্রোত জড়িয়ে থাকে। পত্রিকা এগিয়ে চলেছে কিন্তু সম্পাদক পাল্টে যাচ্ছে, এমন সাধারণত দেখা যায় না। যদি ঘটে, সেক্ষেত্রে লক্ষ করবেন বিষয়টির সঙ্গে হয় কোনও পরিবার বা সংস্থা, অথবা ট্রাস্টিবোর্ড কিংবা কোনও রাজনৈতিক সংঘের উপস্থিতি বর্তমান, প্রসঙ্গে ফিরি। সম্পাদকের অসুস্থতা, অনীহা, অনাগ্রহ, অপমানিত হওয়ার অভিজ্ঞতা, বন্ধুবান্ধব বিচ্ছেদ অথবা দেহাবসান---লিটন ম্যাগাজিনের সমাপ্তি নিশ্চিত করে। কখনও কখনও অনুদান বা বড়মানুষের খয়রাতি বন্ধ হলেও লিটন ম্যাগাজিন স্তব্ধ হয়। পরিচিত সরকারিআমলাদের অবসরগ্রহণ বিজ্ঞাপন বন্ধ হওয়ার জন্য দায়ী। উল্টোদিকে আপস-তোষামোদে বিজ্ঞাপনের নিসিচত সহযোগ বহু পত্রিকাকেই 'লিটল' থেকে 'বিগ' না-হলেও 'মিডল' পত্রিকায় উন্নীত করেছে। সে বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। তবে তাতেও আদত 'লিটল' ম্যাগাজিনের সংখ্যা যায়।

জনসংখ্যা দিয়ে কাহিনীটা বলা চলে। অনেকে প্রয়াত, বহুজন অকালমৃত, অনেক 'তৃতীয় বিশ্ব' থেকে 'দ্বিতীয়' বা 'প্রথম' বিশ্বে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত। জনসংখ্যা দু'ভাবেই কমে। পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বোঝা যায়, লিটল ম্যাগাজিনের নিয়তি হয়ে ওঠে মৃত্যু। সে সাধারণত দীর্ঘায়ু হতে পারে না। মৃত্যু তবু শেষ কথা নয়।

(২)

'ম্যাগাজিন' শব্দটির আদি অভিধানিক অর্থ হল 'বারুদশালা' বা 'কার্তুজ-ভাণ্ডার'। দু'মলোটের মধ্যে নানা বিস্ফোরক লেখাপত্রে সংগ্রহ হিসেবেই সম্ভবত 'ম্যাগাজিন' অর্থে পত্রিকার আবির্ভাব। লিটল ম্যাগাজিন সে-অর্থে ক্ষুদ্রকায় আগ্নেয়াস্ত্র। তবে তার আছে অকল্পনীয় দূরপাল্লার ক্ষমতা। কবি ফাল্গুনী রায় লিখেছিলেন, 'ম্যাগাজিন শব্দটি আমি লক্ষ করেছি রাইফেল ও কবিতার সঙ্গে যুক্ত।' মৃত্যু অথবা অকালছেদের খড়্গ সর্বদা লিটন ম্যাগ-কে ভয় দেখায়। তবু সে এগিয়ে চলে বীরদর্পে। তাই দুই ডানায় মননশীলতা আর কল্পনা। অসামান্য তার অবদান। নতুন নতুন অভিব্যক্তিতে ভাস্বর। তারাই বাড়িয়ে দেয় সাহিত্যবর্গের ধারণক্ষমতা, বাড়িয়ে দেয় ভাষার নমনীয়তা, যোগ করে উদ্ভাবনী নবতরঙ্গ। এদের সম্মিলিত প্রভাবেই এগিয়ে চলে সাহিত্যের ইতিহাস। যার আঁতুড়ঘর হিসেবে চিহ্নিত করা যায় লিটল ম্যাগাজিনকে। সেই লেখাগুলোকে পরম যত্নে কাল থেকে কালান্তরে নিয়ে যান সম্পাদক। তাঁর অর্থকষ্ট, যন্ত্রণা, শ্রম আর অধ্যবসায় জন্ম দেয় আগামী সমুজ্জ্বল নক্ষত্রে। যুগের নামকরণ হয় পত্রিকার নামে—'কল্লোল যুগ'। রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে মিশে থাকে 'ভারতী পর্ব' বা 'সবুজপত্র পর্ব'। কাব্যের ইতিহাসে জ্বলজ্বল করে 'ক্ষুধার্ত' আন্দোলন, 'কৃত্তিবাস' কিংবা 'পূর্বাশা' বা 'শতভিষা'। মননশীলতার চর্চায় কে ভুলে যাবে 'এক্ষণ,' 'প্রমা', 'পরিচয়', 'ধ্রুবপদ' 'জিজ্ঞাসা' অথবা 'বারোমাস'-কে? ছোটগল্পে 'শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' বা সংশ্লিষ্ট 'এই দশক' পত্রিকা বা অন্যদিকে 'গল্পকবিতা' কি বিস্মৃত হওয়ার?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন আরও একটি প্রসঙ্গ। 'শুধু যে লেখা প্রকাশ করা এটাই নয়—লিটল ম্যাগাজিন অনেক সময় ছাপার ব্যাপারেও পথ প্রদর্শন করে। আমরা যেভাবে কৃত্তিবাস বের করতাম, তখন দেখবে আমরা বর্ডার দিয়ে কবিতা ছাপাতাম, তার আগে কেউ করতো না, তারপর দ্যাখা গেল অনেক বড় পত্রিকাই সেই রীতিটাকে অনুসরণ করছে। তেমনি ধরো করির নামটা ওপরে দিয়ে কবিতার নামচা তলায় দিয়ে ছাপতাম। দ্যাখ্যা গেল অনেক প্রকাশক সেইভাবে বই প্রকাশ করছে। লিটল ম্যাগাজিন এইভাবেও পথ দেখায়।........'

কয়েকদিন আগেই জয় গোস্বামী তাঁর 'রানাঘট লোকাল'-এ দেখিয়েছেন আরও পূর্বকালে বুদ্ধদেব বসু কত তীক্ষ্ণ প্রযত্নে 'কবিতা' পত্রিকার মুদ্রণ সংক্রান্ত অঙ্গসৌষ্ঠব নির্মাণ করতেন। বুদ্ধদেব বসু-র এত ভালবাসার পত্রিকা'কবিতা' বন্ধ হল কেন? বুদ্ধদেব বসু-র মনে হয়েছিল তরুণদের কবিতা তিনি বুঝতে পারছেন না। সেইসব কবিতা যদি তাঁর কাছে দুর্বোধ্যই ঠেকতে শুরু করে, তাহলে 'সম্পাদককেই মানায়। ফলে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকা বন্ধ করে দিলেন। অন্যদিকে শৈলেশ্বর ঘোষের মতো কবি গ্রেফতার হলেন, 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকার 'অশ্লীল' লেখালেখির জন্য। ব্রিটিশ যুগে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় প্ররোচনামূলক 'রাজনৈতিক' রচনার জন্য জেল খেটেছিলেন কবি নজরুল, আবার 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সম্পাদনার জন্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। রাষ্ট্র, ক্ষমতা বারংবার কণ্ঠরোধ করতে চায় লিটল ম্যাগাজিনের সশস্ত্র মননচর্চার। শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট নাদুসনুদুস 'হ্যাঁ হ্যাঁ বলা' পত্রিকা এবং তার পোষা সাহিত্যিকেরা সর্বদা দীর্ঘ, শান্ত এবং নিরুদ্বেগ জীবন কাটায়। শো-কেসের নিস্প্রাণ পুতুল যেন। ঝকমকে কিন্তু স্থবির।

(৩)

লিটল ম্যাগাজিন মেলা এখন পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তার ডানা ছড়ায়। কলকাতায় সে প্রধান সাহিত্য উৎসব। সুদুর উত্তরবঙ্গ থেকে, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ধুলো মেখে, সুন্দরবনের নোনাদল সাঁতরে, পাহাড় ডিঙিয়ে, অরণ্য অতিক্রম করে, গভীরতম গ্রামদেশ, প্রান্তিকতম জনপদ তেকে বহুবর্ণালী,শোভিত তার উত্থান। মেলায় সেই উষ্ণতা। সেই ঐকান্তির নিষ্ঠা। সেই নিরবচ্ছিন্ন অক্ষরনির্মাণ। লিটল ম্যাগাজিন মানে ঔদ্ধত্য, অহমিকা আর প্রতিস্পর্ধা। এই পরস্পরা তো অবিনাশী। নাম, যশ, পুরস্কার, প্রতিষ্ঠা, উচ্ছাকাঙ্ক্ষার বদলে সত্য বলার নিজস্ব প্রত্যয়। সোনার মাছি সে রাতদুপরে খুন করে দেয়। স্ফুলিঙ্গের মতো তার পাখায় ক্ষণকালের ছন্দ। অগ্নিভ উড়ানের মুহূর্তটুকুই তার আনন্দ। বইমেলা যেবার পুড়ে গেল , এগিয়ে এল সারে-সারে লিটন ম্যাগাজিন। ফিনিক্স পাকির মতো সে মাখা তুলল আর পোড়াকাঠে, দগ্ধঘাসে দেখা দিল প্রাণচাঞ্চল্য। কার জন্য লাইব্রেরি সাজিয়ে অতন্দ্র নিষ্ঠায় দশকের পর দশক বসে থাকেন সন্দীপ দত্ত? লিটল ম্যাগাজিন উঠে যাবার অন্যতম প্রধান কারণ লিটল ম্যাগাজিনের শত্রু নেই। প্রকৃত শত্রু ছাড়া কখনও কোনো সৎ শিল্প চলতে পারে না'।

জীবনেরও তো কত কুশ্রী অভিজ্ঞতা, ব্যর্থতা, অপমান, হীনতা। তাই বলে কি আত্মহত্যা করছি? লিটল ম্যাগাজিন

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

দেশের ভবিষ্যত নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয় মহাভেজালরা : প্রধানমন্ত্রী

কনৌজ ও হারদোই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মহাভেজলরা শুধুমাত্র নিজেদের ভবিষ্যত নিয়েই চিন্তিতঊ তাঁরা দেশের ভবিষ্যত নিয়ে মোটেও উদ্বিগ্ন নয়। শনিবার উত্তর প্রদেশের কনৌজের নির্বাচনী জনসভায় সপা-বসপা-সহ বিরোধীদের মহাজোটকে তীব্র আক্রমণ করে এমনই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন মহাজোটকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'মহাভেজলরা শুধুমাত্র নিজেদের ভবিষ্যত নিয়েই চিন্তিত। দেশের

ভবিষ্যত নিয়ে তাঁদের কোনও মাথাব্যথা নেই।' বহুজন সমাজ পার্টি (বসপা)-র সুপ্রিমো মায়াবাতীকে খোঁচা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বেহেনজি অত্যন্ত খুশি হয়েই সমাজবাদী পার্টির জন্য ভোট চাইছেন। শুধুমাত্র ক্ষমতার লোভে, শুধুমাত্র মোদীকে পরাজিত করার জন্য। বাবাসাহেবকে যাঁরা অপমান করেছিল আপনি এখন তাঁদের সঙ্গেই আলিঙ্গন করছেন।'

মহাজোটকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেছেন, 'মহাভেজাল মানুষজন, সমস্ত চেষ্টাই করে দেখুন...ফের কে আসতে চলেছে....' তখন জনসভা থেকে ভেসে আসে, 'মোদী-মোদী-মোদী'। কনৌজ ছাড়াও এদিন উত্তর প্রদেশের হারদোই-এর জনসভায় বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। হারদোই-এর জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে পর্যন্ত, কেন্দ্রে একটি রিমোট কন্টোল সরকার চলতো, দেশে সেই সময় মাত্র দু'টি মোবাইল প্রস্তুতকারক কোম্পানি ছিল, কিন্তু বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে ১২৫টিরও বেশি মোবাইল প্রস্তুতকারক ফ্যাক্টরি রয়েছে ভারতে।'

৪৫ বছরে এই প্রথম দেশে বেকারত্বের হার চরমে পৌঁছেছে : রাহুল গান্ধী

রায়বরেলি,২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মায়ের সংসদীয় কেন্দ্রে সভা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এক হাত নিলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। ভোটের দামামা বাজতেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতি চলছে রাজনৈতিক তরজা। এরমধ্যেই আবারও মোদীকে আক্রমন করলেন রাহুল গান্ধী।

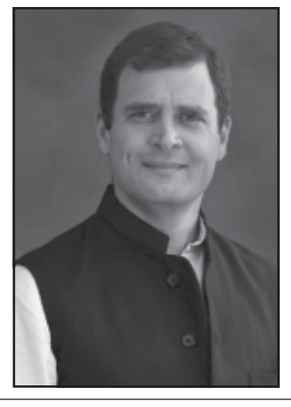

শনিবার রায়বরেলিতে সভা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, "দেশে এমন একজন যুবকও নেই যে বলতে পারবে চৌকিদার চাকরি দিয়েছে।" তিনি মোদীকে আক্রমন করে আরও বলেন, "বিগত ৪৫ বছরে এই প্রথম দেশে বেকারত্বের হার চরমে পৌঁছেছে।"

এদিন সভায় দাঁড়িয়ে কংগ্রেস সভাপতি কটাক্ষ করে বলেন, "৭০ বছরে এত বোকামি আর কেউ করেনি। যা মোদী নোটবন্দী ও জিএসটি চালু করে করেছেন।" যদিও রাহুল গান্ধী জিএসটিকে 'গব্বর সিং ট্যাক্স' বলে টিপ্পনি কেটেছেন।

এদিন সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধী বলেন, "পাঁচ বছর ধরে দেশকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে মোদী সরকার। মোদী কখনও তাঁর বক্তব্যে যুবসমাজের জন্য চাকরি, কিংবা কৃষকদের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা এই সবের উল্লেখ করেন না"।

অভিযোগ করে তিনি আরও বলেন, "মোদী সব সময় টেলিপ্রম্পটার দেখেই ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণ নিয়ন্ত্রিত হয় পেছন থেকে। কিন্তু এবার সময় বদলাবে"।

নতুন দায়িত্ব পেলেন প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী, শিবসেনার উপনেতা হলেন প্রাক্তন কংগ্রেস মুখপাত্র

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মুম্বইয়ের মাতোশ্রীতে শিবসেনার কার্যালয় থেকে দলের 'উপনেতা'-র পদে প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীর নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল শনিবার। এর আগে গত ১৯ এপ্রিল শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের উপস্থিতিতে শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র প্রাক্তন মুখপাত্র প্রিয়াঙ্কা। শিবসেনায় যোগদানের দিনই তিনি কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর কাছে পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। মূলত, দলগত কারণ এবং দলের কয়েকজন নেতার সঙ্গে মতবিরোধ ও সংঘাতের পর এবং নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে কংগ্রেস ছেড়ে শিবসেনায় যোগ দিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী।

দলবদলের সপ্তাহখানেক পরই এদিন 'উপনেতা' হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করল শিবসেনা। এর আগে কংগ্রেসে থাকাকালীন বিজেপি সাংসদ স্মৃতি ইরানির শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কটাক্ষ করা প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, 'ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও ভুল-ত্রুটি দেখলে গত পাঁচ বছরে শিবসেনাও তার প্রতিবাদ করতে পিছপা হয়নি। আর আমি ওই গান গাইতে থাকব (কিঁউকি মন্ত্রী ভি কভি গ্র্যাজুয়েট থি)।'

হৃদরোগে আক্রান্ত ছত্তিশগড়ের কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্র চৌবে

লখনউ, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য উত্তর প্রদেশে এসেছিলেন ছত্তিশগড়ের কৃষিমন্ত্রী রবীন্দ্র চৌবে। কিন্তু, নির্বাচনী প্রচার চলাকালীন হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন ছত্তিশগড়ের কৃষি মন্ত্রী রবীন্দ্র চৌবে। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তড়িঘড়ি তাঁকে লখনউয়ের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, ছত্তিশগড়ের কৃষিমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা আপাতত স্থিতিশীল। চিকিতকদের একটি বিশেষ টিম তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন।

রবীন্দ্র চৌবের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই খোঁজখবর নিয়েছেন ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল। কংগ্রেস সূত্রের খবর, রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে শুক্রবারই উত্তর প্রদেশের রায়বরেলিতে এসেছিলেন রবীন্দ্র চৌবে। ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন চৌবে। এরপর শনিবার সকালে বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। এরপরই তাঁকে লখনউয়ের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ঝালাওয়ারে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪, আহত ১

কোটা(রাজস্থান),২৭ এপ্রিল(হি.স.)।। রাজস্থানের ঝালাওয়ারের কাছে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪ ব্যক্তি সহ আহত এক মহিলা। শনিবার সকালে গাড়িতে করে তাঁরা -ছয়ের পাতার দেখুন

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব ছবি।

গম্ভীরের বিরুদ্ধে এফআইআরের নির্দেশ কমিশনের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। শনিবার দিল্লি পুলিশকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। মডেল কোড অফ কনডাক্ট ভেঙে বিনা অনুমতিতে সভা করেছিলেন সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া এই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার। আর তার জেরেই এই সিদ্ধান্ত কমিশনের।

পূর্ব দিল্লি থেকে বিজেপির প্রার্থী গৌতম গম্ভীর। পূর্ব দিল্লির নির্বাচনী আধিকারিক কে মহেশ দিল্লি পুলিশকে এফআইআর করতে বলেছে। শুক্রবার পূর্ব দিল্লিতে কমিশনের অনুমতি ছাড়াই সভা করেন গম্ভীর।

এর আগেও গৌতম গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। আপ-র পক্ষ থেকে অভিযোগে জানানো হয়েছিল, গৌতম গম্ভীর বেআইনিভাবে একাধিক কেন্দ্র থেকে ভোটার হিসেবে তালিকায় নাম তুলেছেন, যা 'রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপল অ্যাক্ট'ব. বিরোধিতা করে। করোল বাগ ও রাজেন্দ্র নগর দুই কেন্দ্র থেকে গম্ভীরের নাম ভোটার তালিকায় আছে বলে অভিযোগ। এরপর আবার গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন মহম্মদ ইরশাত নামে এক ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ, মনোনয়নে ভুল তথ্য দিয়েছেন গম্ভীর।

আইএস জঙ্গিদের গোপন ডেরায় অভিযান শ্রীলঙ্কা সেনার, রাতভর গুলির লড়াইয়ে খতম ১৫

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। কিছুদিন আগে সন্ত্রাসবাদী হামলায় রক্তাক্ত হয়েছিল দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। গত ২১ এপ্রিল ধারাবাহিক বিস্ফোরণে অকালেই প্রাণ হারিয়েছেন অনন্তপক্ষে ৩৫৯ জন। সন্ত্রাসবাদী হামলার দায় স্বীকার করেছে ইসলামিক স্টেট (আইএস) জঙ্গি সংগঠনঊ ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর থেকেই শ্রীলঙ্কায় শুরু হয় সন্দেহভাজন জঙ্গিদের ধরপাকড়। এমতাবস্থায় বড়সড় সাফল্য পেল শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনী। ইসলামিক জঙ্গিদের গোপন ডেরার রাতভর অভিযান চালিয়ে ১৫ জনকে খতম হয়েছে শ্রীলঙ্কার নিরাপত্তা বাহিনীঊ এ ব্যাপারে শনিবার সকালে শ্রীলঙ্কা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে দ্বীপরাষ্ট্রের রাজধানী কলম্বো থেকে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার দূরে কালমুনাইয়ে অভিযান চালায় শ্রীলঙ্কা সেনা ও পুলিশের যৌথবাহিনীঊ সেখানে একটি নির্মীয়মান বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল ইসলামিক জঙ্গিরা।

গভীর রাতে গাড়িটিকে ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। নিরাপত্তা বাহিনীর গতিবিঝি বুঝতে পারা মাত্রই জঙ্গিরা গুলি চালায়। কালবিলম্ব না করে নিরাপত্তা বাহিনীও পাল্টা গুলি চালায়। দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে তিন আত্মঘাতী বোমারু রীতিমতো চাপে পড়ে যায়। বেগতিক বুঝে বোমারুরা নিজেদেরই বিস্ফোরণে উড়িয়ে দেয়। সেই বিস্ফোরণে বাড়ির ভিতরে থাকা তিন মহিলা ও ছ'টি শিশুর মৃত্যু হয়। বাকি তিনটি আত্মঘাতী জঙ্গিকে গুলি করে মারে নিরাপত্তা বাহিনী। শ্রীলঙ্কা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াইয়ের মাঝে পড়ে একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ২১ এপ্রিল ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পর রক্তে ভিজে গিয়েছিল শ্রীলঙ্কার মাটি। পর পর শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠা তিনটি গির্জা ও চারটি বিলাসবহুল হোটেল। 'রক্তাক্ত' শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা ক্রমশই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় শ্রীলঙ্কায় এখনও পর্যন্ত ৩৫৯ জনের মৃত্যু হয়েছেঊ তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনই বিদেশি নাগরিক। এছাড়াও জখম ও আহতের সংখ্যা প্রায় ৫০০ জন।

গৌরীপুরে সড়ক দুর্ঘটনা, হত পাঁচ বরযাত্রী, আহত ১২

গৌরীপুর (অসম), ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে। একই ঘটনায় বারোজন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে। আহতদের গোলকগঞ্জ এবং বঙাইগাঁও সিভিল হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। ঘটনা আজ শনিবার ভোরের দিকে নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার গৌরীপুরে সংঘটিত হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ সকাল প্রায় চারটা নাগাদ বরযাত্রী পরিবাহী একটি টর্যাভেলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গৌরীপুরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারে। ট্র্যাভেলারের প্রায় সব যাত্রী তখন নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলেন। এ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

নিহতদের শম্ভু রাউত, কাঞ্চন বিন, সুভাষ অধিকারি এবং উৎপল বর্মন বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে অপরজনের পরিচয় এই খবর লেখা পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। নিহতদের মৃতদেহ পুলিশ নিজেদের হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রেখেছে। -ছয়ের পাতায় দেখুন

বেগুসরাইয়ে আরজেডি-র জয় নিয়ে নিশ্চিত তেজস্বী

পটনা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। চলতি সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিহারে ৪০ আসনেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছে আরজেডির মহাজোট। শনিবার বেগুসরাই লোকসভা আসনের আরজেডি প্রার্থী তনভীর হাসানের সমর্থনে দলের জেতা প্রসঙ্গে নিজের দৃঢ়বিশ্বাসই প্রকাশ করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। এদিন বিএসপি (বহুজন সমাজ পার্টি) সুপ্রিমো মায়াবতীর পক্ষে সওয়াল করে প্রতিপক্ষ বিজেপিকে কটাক্ষ করেন তেজস্বী। তিনি বলেন, সিবিআই, ইডি, আইটি এরা প্রত্যেকেই বিজেপির আইটি সেলের মতো তাদের হয়ে কাজ করছে।

প্রতিপক্ষ বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এদিন আরজেডি নেতা বলেন, 'মায়াবতীর বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে, আমাদের বিরুদ্ধে, আমার পরিবারের বিরুদ্ধেও অভিযান চালিয়েছে। বিরোধীদের মহাজোটকে ভয় পেয়েছে বিজেপি। ওরা জানে যে, ওরা এই গটবন্ধনের কাছে হেরে যাবে। তাই বিরোধীদের এমন ভাবমূর্তি তৈরি করার চেষ্টা করছে এবং সিবিআই, ইডি, আইটি এরা প্রত্যেকেই বিজেপির আইটি সেলের মতো তাদের হয়ে কাজ করছে।' এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আরও জানান, 'আমরা বিহারে ৪০টি আসনেই বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছি। আমি দৃঢ়বিশ্বাসী তনভীর সাহাব বেগুসরাই আসন থেকে জিতবেন এবং অবশ্যই বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গেই জিতবেন। যে যেরকম পরিস্থিতিই তৈরি করতে চান না কেন, আমরা পরোয়া করি না কারণ মানুষ যা করবার তা ঠিক করে ফেলেছেন।'

অনুপ্রবেশ : গুজরাটে ধৃত পাকিস্তানি নাগরিক

ভূজ (গুজরাট), ২৭ এপ্রিল (হি.স.): অবৈধভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের অপরাধে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় একজন পাকিস্তানি নাগরিককে গ্রেফতার করল সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। ধৃত পাক নাগরিকের নাম হল, টি মেঘওয়াল (২৮)। একজন পাকিস্তানি হিন্দুঊ শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ পাক ভূখণ্ডে পেরিয়ে গুজরাটের কচ্ছ জেলায় অনুপ্রবেশ করে ওই পাকিস্তানি যুবকঊ ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশ করা মাত্রই ওই পাক যুবককে গ্রেফতার করেন বিএসএফ জওয়ানরা।

শুক্রবার রাতে বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে বিবৃতি মারফত জানানো হয়েছে, শুক্রবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ কচ্ছ জেলার 'জয়রাজ' বর্ডার আউটপোস্ট (বিওপি)- ছয়ের পাতায় দেখুন

শিনা বোরা হত্যা মামলা বম্বে হাইকোর্টে জামিনের আর্জি পিটার মুখোপাধ্যায়ের

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। শিনা বোরা হত্যা মামলায় বম্বে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানালেন এই হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত পিটার মুখোপাধ্যায়ঊ এর আগে বিশেষ সিবিআই আদালত পিটার মুখোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। বিশেষ সিবিআই আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার জামিনের আবেদন নিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পিটার মুখোপাধ্যায়। শনিবার সকালে বম্বে হাইকোর্টে জামিনের আবেদন জানিয়ে, পিটার মুখোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই নেয় সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)-এর কাছে। এছাড়াও চিকিতাজনিত কারণ দেখিয়ে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন পিটার মুখোপাধ্যায়।

উল্লেখ্য, ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে আচমকাই নিখোঁজ হয়ে যান শিনাঊ এরপর মুম্বই থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে রায়গড় জেলার পেন-এর জঙ্গলে মাটি খুঁড়ে একটি দেহ পায় পুলিশ। দেহটি শিনার কি না তা প্রথমে জানা যায়নিঊ পরে মুম্বই পুলিশ তদন্তে নামার পরে জানা যায়, ওই দেহটি শিনারাই ছিল। পিটারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায় এই হত্যা মামলার প্রধান অভিযুক্ত। ২০১২ সালের এই হত্যা মামলা প্রকাশ্যে এসেছিল তিন বছর পর ২০১৫ সালেঊ বর্তমানে মুম্বইয়ে আর্থার রোড জেলে বন্দী পিটার মুখোপাধ্যায়ঊ এর আগে গত ৪ এপ্রিল বিশেষ সিবিআই আদালত পিটার মুখোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছিল। বিশেষ সিবিআই আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর এবার জামিনের আবেদন নিয়ে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন পিটার মুখোপাধ্যায়। পিটারের আইনজীবী শিবকান্ত শিভাদে জানিয়েছেন, 'মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে জামিনের আবেদন জানানো হয়েছে। বাইপাস অস্ত্রোপচারের পর পুনরায় জেলে পাঠানো তাঁর (পিটার মুখোপাধ্যা) শরীরের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক, আদালতে আমরা তা জানিয়েছি।'

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বিদ্যুৎ দপ্তর এবং টিএসইসিএল ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের যৌথ ফোরামের নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব ছবি।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বাপরে কী গরম?

আমাদের সারা দেহটাই তো ত্বকে মোড়া। দেহের মোট ওজনের ১/১৬ ভাগই হল ত্বক। প্রকৃতির নানা বিরূপতার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে এই ত্বকই রক্ষা করে দেহের পুরো ভিতরটাকে। রোগ জীবাণুর সংক্রমণ ঠেকানো, দেহের তাপমাত্রা এবং জলীয় অংশের ভারসাম্য রক্ষা, অতিবেগুনি রশ্মির প্রকোপ থেকে রক্ষা— কত কাজই না করতে হয় ত্বককে। ত্বকের মূল স্তর দুটি। বহিঃত্বক বা এপিডারমিস এবং অন্তঃত্বক বা ডারমিস। এপিডারমেসের আবার পাঁচটি স্তর। বাইরে থেকে ভিতরে ক্রমপর্যায়ে যেগুলো হল, ফেরাটিন স্তর লুডিসাম স্তর, গ্রানলুার স্তর, ম্যালফিজিয়ান স্তর এবং বেসাল স্তর। কেয়াটিন স্তর মৃত কোষ দিে তৈরি, যা নির্দিষ্ট সময় বাদে খসে পড়া। অবশ্য এই খসে পড়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। বেসাল স্তর অর্থাৎ এপিডারমিসের একেবারে ভিতরের স্তরে থঅকে মেলানোসাইট নামক বিশেষ এক ধরনের কোষ। যা রোদ থেকে শোষিত আলট্রাভায়োলেট রে বা অতিবেগুন রশ্মির সাহায্যে তৈরি করে, যার রঞ্জক পদার্থ মেলানিন। এই মেলানিনের বাড়া-কমার ওপরেই নির্ভর করে ত্বক কালে হবে না ফরসা। মেলানোসাইট যার দেহে বেশি সক্রিয়, তার মেলানিন বেশি তৈরি হবে। গায়ের রং হবে খয়েরি কালো। কম সক্রিয় হলে গায়ের রং হবে ফরসা। ফরসা মানুষদের স্কিন ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। কারণ এদের ত্বকে মেলানিন কম তৈরি হয়। ফলে সেগুলো ক্যানসার সৃষ্টিকারী ফ্রি অক্সিজেন র‍্যাডিকেলকে ধ্বংস করতে পারে না।

অপরপক্ষে আমাদের খয়েরি বা কালো ত্বকে প্রচুর মেলানিন থাকে বলে তা ফ্রি অক্সিজেন র‍্যাডিকালসগুলোকে সহজেই ধ্বংস করে ফেলে। ফরসা ত্বকধারী সাহেবেরা রোদে পুড়ে কালো হতে এদেশে আসেন ত্বক ক্যানসার এড়াতে। একে বলে সানট্যানিং। সানট্যান ক্রিম বা লোশন মেখে তারা প্রায় নগ্ন দেহে সমুদ্র তটে শুয়ে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা। আমরা এমনিতেই খয়েরি বা কালো, তাই আমাদের এতসব করার দরকার হয় না।

গরমে ত্বকের সমস্যা

গরমে চড়া রোদ ত্বকের নানা ক্ষতি করে। সূর্যরশ্মিতে নানা ধরনের আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি থাকে যাদের বলে এ, বি এবং সি। এ ও বি রশ্মি ওজন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে এসে পড়ে, আমাদের ত্বকের এপিডারমিস স্তরকে উত্তেজিত করে। এই স্তরের প্রোটিন ও নিউক্লিক অ্যাসিড এই তেজস্ক্রিয় রশ্মিকে শোষম করে নেয়। এর ফলে এপিডারমিসের ডি এন এ র অস্থায়ীভাবে গঠনগত পরিবর্তন হয়। কিন্তু বারে বারে এই অতিবেগুন রশ্মি ত্বকে এসে পড়লে এই পরিবর্তন স্থায়ী হয়ে যায়। ত্বকের কোলাজেন তন্তু ভেঙে যায়, ফলে স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয়, ত্বক তার ঔজ্জ্বল্য হারায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে পড়ে। ত্বক ক্যানসারের সম্ভাবনা বাড়ে। প্রখর রোদে ত্বকের নানা ধরনের ক্ষতি হয়। যেমন, ত্বকের রং বদলে যায়। অ্যাকনি ফ্রেকলস-সহ নানা ধরনের পিগমেন্টেশন দেখা দেয়।

সানর্বান ডারমাটাইসিট— রোদে পুড়ে ত্বকে লাল ছাপ দেখা যায়। সঙ্গে থাকে চুলকানি ও জ্বালা। ত্বকে ঠান্ডা সেঁক দিয়ে ল্যাকটোক্যালামাইন লোশন লাগালে আরাম পাওয়া যায়। বরফের টুকরো ঘষলেও আরাম পাবেন।

পলিফারমাস লাইট ইরাপশন ঃ ত্বকের ওপর ফোসকার মতো দেখা যায়, চুলকায়, অনেক সময় নিজে নিজেই কমে যায়।

অতিরিক্ত রোদের সংস্পর্শে দীর্ঘদিন ধরে থাকলে অসময়ে ত্বক বুড়িয়ে যায়, মুখে-দেহে বলিরেখা পড়ে।

যেসব শিশু দীর্ঘসময় ধরে রোদে পুড়ে খেলাধুলা করে, তাদের ত্বকেও নানা সমস্যা হতে পারে। সকাল ৯ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অতিবেগুনি রশ্মি সবসময় বেশি পরিমাণে পৃথিবীতে আসে, রোদে ঘোরাঘুরি করতে গেলে এই সময়টা তাই বেশি সতর্কতার প্রয়োজন। ছাতা তো আছেই, সঙ্গে ব্যবহার করুন সানস্ক্রিন লোশন। রোদে যাদের অ্যালার্জি, তাদের এই দুটো মাস্ট। কোন ধরনের সানস্ক্রিন কোনো ধরনের ত্বকের পক্ষে মানানসই তা বলতে পারেন ত্বক বিশেষজ্ঞরা। সমুদ্রের ধারে ও পাহাড়ে অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা বেশি থাকে, এসব জায়গায় বেড়াতে গেলে তাই সানস্ক্রিন মেখে কিন্তু ফরসা হওয়া যায় না, আর ত্বকের যে কোনো সমস্যায় একমাত্র মুশকিল আসান কিন্তু সানস্ক্রিন নয়।

হিট সিনড্রোম

আমাদের দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬.৫ থেকে ৯৯ ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে ওঠানামা করে। গড়ে ৯৮.৬ ডিগ্রি। সাধারণত ৫ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় না। এর বেশি হলেই বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কাজকর্মে গন্ডগোল দেখা দেয়। ১০৫ ডিগ্রির ওপরে ভুল-বকা ও খিঁচুনি শুরু হয়।

১০৭ ডিগ্রির ওপরে রোগী জ্ঞান হারায়।তাপমাত্রা ৯৬ ডিগ্রির নীচে এলে শীত বোধ হয়, কাঁপুনি শুরু হয়। আরো নীচে হার্টের ও কিডনির গন্ডগোল শুরু হয়। রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এককথায় বলতে গেলে দেহের তাপমাত্রা বেশি বাড়লেও বিপত্তি, আবার বেশি কমলেও বিপত্তি। আমাদের মস্তিষ্কে যে তাপনিয়ন্ত্রিক যন্ত্র আছে, তার নাম হাইপোথ্যালামাস। এর নির্দেশেই দেহে তাপ বেড়ে গেলে ত্বকের নীচের রক্তনালী প্রসারিত হয়। বেশি পরিমাণ উষ্ণ রক্ত ত্বকের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বাইরের অপেক্ষাকৃত শীতল আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে ঠান্ডা হয়। সেই রক্ত দেহের ভিতরে যায়, উষ্ণ রক্ত আবার এই পথে আসে। এইভাবেই চলতে থাকে। দেহের তাপও কমতে থাকে। দেহত্বকের অসংখ্য ঘর্মছিদ্র নির্গত ঘামও তাপমাত্রা কমাতে সাহায্য করে। দেহে এত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে সত্ত্বেও কিন্তু গরমে নানা বিপত্তি ঘটে থাকে। একসঙ্গে যাদের বলে হিট সিনড্রোম বা তাপরোগ। এদের মধ্যে আছে হিট স্ট্রো, হিট অ্যাম্প হিট, সিনকোপ ইত্যাদি।

হিট স্ট্রোক ঃ দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঠিকটাক কাজ না করলে হিট স্ট্রোক হয়। তাপমাত্রা প্রায় ১০৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়। ঘাম হয় না, হার্ট ও কিডনির কাজে গন্ডগোল দেখা দিতে পারে, রক্তচলাচলে অসুবিধা হয়। রোগী ঝিমিয়ে পড়ে। অনেকসময় অজ্ঞানও হয়ে যায়। এই সব রোগীর দেহের তাপ দ্রুত কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য বরফ জলে গা-মাথা মোছাতে পারলে সব থেকে ভালো হয়।

অন্যথায় ঠান্ডা জলে গা, হাত, পা মোছাতে হবে বারে বারে। ভেজা গামছা বা তোয়ালে দিয়ে দেহ জড়িয়ে নিয়ে হাওয়া করতে হবে। দেহ ম্যাসাজ করতে হবে। রক্তসঞ্চালন স্বাভাবিক করার জন্য।

হিট ক্র্যাম্প ঃ অতিরিক্ত গরমে দেহ থেকে জল ও লবণ বার হয়ে যাওয়ার ফলে মাংসপেশির অস্বাভাবিক সংকোচন দেখা যায়। ফলে হাত, পায়ে ব্যথা হয় খিঁচ ধরে। খনির মধ্যে প্রচন্ড গরমে যে সব শ্রমিক কাজ করেন, তাদের মধ্যে এই অসুবিধা বেশি দেখা যায়। একে বলে মাইনাস ক্র্যাম্প। বেশি পরিমাণে নুন জল খেলে এই বিপত্তি এড়ানো যায়।

বিরানি থেকে আপনার শরীরে অ্যালার্জি কারণ

সব খাবার যে সবার সহ্য হয় না, একথা অনেকেই জানেন, ঠেকে বুঝেছেনও অনেকে। কিন্তু এই সহ্য না হওয়ার পিছনে যে প্রায় সময়ই অ্যালার্জির কালো হাত থাকে, সেটা অনেকেই জানেন না। কয়েকটি ঘটনার কথা বললে বিষয়টা হয়তো একটু সহজবোধ্য হবে।

তেরো বছরের কিশোরী মাম্পির ছোটবেলা থেকেই মুখের ভিতর এবং ঠোঁটের কোণে প্রায়ই ঘা হত। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়েও এই ঘা পুরোপুরি সারানো যায় নি। কথা প্রসঙ্গে মাম্পি একদিন তার এক ডাক্তারবাবুকে জানায় যে ও আলু খেতে খুব ভালোবাসে,, প্রতিদিন একটা বড়ো সেদ্ধ আলু ওর চাই ই সেদ্ধ না পেলে কাঁচা, আলুতে ওই আপত্তি নেই এবং প্রায় গত আট বছর ও রোজ আলু খেয়ে আসছে। ডাক্তারবাবু মাম্পির কথা শুনে বেশ আশ্চর্য হয়ে যান, মাম্পিকে বলেন, আলু খাওয়া ছেড়ে দিলে ওর ঘা উনি সারিয়ে দেবেন। মুখের ঘায়ের তীব্র যন্ত্রণায় কাতর মাম্পি ডাক্তারবাবুকে প্রমিস করে সে আর কোনো দিন আলু খাবে না। আলু খাওয়া ছেড়ে দেবার দিন সাতেকের মধ্যে কোনো ওষুধ ছাড়াই মাম্পির মুখের সব ঘা কমে যায়।

মধ্যবয়স্কা এবং এক মহিলার কারণে অকারণে বুক ধড়ফড় করে, মনে হয় শ্বাস এক্ষুনি বন্ধ হয়ে যাবে। কখনো চোখ মুখ হঠাৎ করে লাল হয়ে ওঠে, কপালের দুপাশে দপদপানি শুরু হয়। ভদ্রমহিলা একা হাঁটতে ভয় পান, মনে হয় ভারসাম্য রাখতে না পেরে পথেই পড়ে যাবেন। ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে রোগীকে বলেন, মহিলাদের বিশেষ বয়সে বিশেষ শারীরিক সমস্যার কারণে এমন উপসর্গ অনেকেরই হয়, হরমোন থেরাপি করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু মাস ছয়েক হরমোন থেরাপি করেও কোনো রোগীর কোনো উন্নতি হল না, নানা ধরনের পরীক্ষা করিয়ে কোনো অস্বাভাবি কতা পাওয়া গেল না। ভদ্রমহিলার বড্ড চায়ের নেশা ছিল, অন্তত পরামর্শে ভদ্রমহিলা হঠাৎ করেই চা খাওয়া ছেড়ে দিলেন এবং মাস খানেকের মধ্যে সমস্ত উপসর্গ থেকে মুক্তি পেলেন।

স্কুল থেকে ফিরে প্রতিদিন সন্ধ্যায় চাউমিন চাই অর্কমিতার। পাড়ার মোড়ের দোকান থেকে নিজেই রোজ চাউমিন এনে মাকে বলত সস আর মশলা মিশিয়ে দিতে। সেই চাউমিন খেয়ে পরিতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে মাকে, রোজই থ্যাঙ্ক য়ু জানিয়ে পড়তে বসত অর্কমিত। কিছুক্ষণ পড়ার পরই মাথায় একটা চাপ ধরা ব্যথা অনুভব করতে সে, মাঝেমধ্যে কপালের দুপাশ দপদপ করত। কিছুদিন এমন চলার পর স্থানীয় ডাক্তারের পরামর্শে প্রথমে এক্সরে তারপর মাথার স্ক্যান করানো হল তার কিন্তু পাওয়া গেল না কিছুই। দেখানো হল নিউরোলজিস্টকে। ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি বললেন চাউমিনে স্যালাড মিশিয়ে খেতে, সস এবং মশলা বাদ দিয়ে। ডাক্তারবাবুর কথা মেনে চলে অর্কমিতার মাথাব্যথা ভ্যানিশ হয়ে গেল দিন দশেকের মধ্যেই।

মাম্পি, মধ্যবয়স্কা মহিলা এবং অর্কমিতা। তিনজন তিন বয়েসের এদের খাদ্যপ্রীতিও তিনরকমের এবং অসুখের উপসর্গও তিন ধরনের। কিন্তু মিল একটাই যে, এদের শারীরিক বিপত্তির নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের খাদ্যপ্রীতি।

মাম্পির বেলায় কাঁচা আলু, মহিলার বেলায় ব্ল্যাক টি অর্কমিতার বেলায় চাউমিনের মশলা ও সস। কাঁচা আলুর নানা ধরনের অ্যালকালয়েড রাসায়নিক মাম্পির মুখের ঘায়ের জন্য দায়ী মধ্যবয়স্কার টিরি কেফিন এবং অর্কমিতার চাউমিনের মশলা ও সসের আজিনামোটোর মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট মাথাব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য দায়ী। এই রাসায়নিক পদার্থগুলো এদের শরীরে অ্যালার্জি তৈরি করেছে অর্থাৎ এদের বেলায় এরা অ্যালোর্জেন, তাই খাদ্যতালিকায় এদের বেশি না রাখাই ভালো।

নিজের চোখে দেখা এক অভিজ্ঞতার কথাই বলি। ছাত্রাবস্থায় মেডিকেল হস্টেলে প্রতি মাসেপ শেষ শনিবার গ্র্যান্ড ফিস্ট হত, সেদিন পেট পুরে ভালোমন্দ খেতাম আমরা। একবার কচ্ছপের মাংস ছিল গ্র্যান্ড ফিস্টের মেনুতে। বেশ তৃপ্তি করেই খেয়েছিলাম সেদিন। কিন্তু মিনিট পনেরোর মধ্যে আমার এক বন্ধুর সারা শরীর চুলকোতে শুরু করে, লাল চাকার মতো ফুটে উঠে, শরীর গরম হয়ে ওঠে। অ্যান্টিহিস্টামিনিক ট্যাবলেট খেয়ে অবস্থা সামলাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু উপসর্গ বাড়িতে শুরু করে শেষে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় ওকে হাসপাতালের স্টুডেন্ট কেবিনে ভর্তি করে ইন্ট্রাভেনাস স্টেরয়েড দেওয়া হয় এবং ছেলেটি অবশেষে সুস্থ হয়।

আরেকটি অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক মায়েরই বিলক্ষণ পরিচয় আছে। নানা কারণে অনেক মা শিশুকে জন্মাবার পর বুকের দুধ দিতে পারেন না, কেউ বা অল্পদিনে ধরে দেন। বিকল্প হিসেবে এদের দেওয়া হয় গোরুর দুধ বা কৌটোর দুধ। এই দুধ খেয়ে অনেক শিশু সারামাস জুড়েই পেটের অসুখে ভোগে। শিশু বিশেষজ্ঞর পরামর্শে এই দুধ বন্ধ করে সয়াবিন থেকে প্রস্তুত সয়ামিল্ক দিলে পেটের অসুখ কমে যায়। গোরুর দুধের ফরেন প্রোটিন এক্ষেত্রে অ্যালার্জির কারণ অর্থাৎ অ্যালার্জেন। এজন্য আজকাল মায়েদের পরামর্শ দেওয়া হয় যত বেশিদিন সম্ভব সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়াতে। বুকের দুধের ইমিউনোগ্লোবিউলিন এর শিশুর রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, ল্যাকটোফেরিন উপাদানটি ল্যাকটোব্যাসিলাস নামক হজম সহায়ক জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে এবং আইসোজাইম উৎসেচকটি ক্ষতিকর জীবাণুকে মেরে ফেলে।

দুধ থেকে অ্যালার্জির কথা আমাদের প্রথম জানিয়েছিলেন খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস। দুধ ছাড়াও চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ, বেগুন, ডিম, সরষে, মাশরুম সহ নানা খাদ্য অ্যালার্জির তালিকায় উপরের দিকে স্থান পাবে। তাও সব খাবারে কিন্তু সবার অ্যালার্জি হয় না। আবার একই খাদ্য এককভাবে খেলে অ্যালার্জি হয়, অন্যভাবে খেলে অ্যালার্জি হয় না। যেমন বেগুন পোড়া বা সেদ্ধ খেলে অনেকের কিছুই হয় না, কিন্তু বেগুন ভাজা খেলে হয়। সেদ্ধ ডিম খেয়ে হয় না, অথচ কাঁচা ডিম খেয়ে হয়। কেন হয়? আসলে খাবারের মধ্যে যে প্রোটিন উপাদান থাকে, অ্যালার্জির কারণ তো সেটাই। এই প্রোটিন অণু যদি বড় শৃঙ্খল যুক্ত হয়, অ্যালার্জি হওয়ার সম্ভাবনাও তখন বেড়ে যায়। ভালো করে সেদ্ধ করলে প্রোটিন অণুর বড় শৃঙ্খল ছোট ছোট ভাগে ভেঙে যায়, ফলে ওগুলোর অ্যালার্জি তৈরির ক্ষমতাও কমে যায়। আবার বেগুন বা আলুকে তেলে ভাজলে তেলের ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় প্রোটিন অণুর শৃঙ্খল বড় হয়ে গিয়ে বিপত্তি ঘটায়।

আবার কোনো কোনো খাবারে প্রচুর পরিমাণে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী হিস্টামিন থাকে, যা রক্তে মিশে সরাসরি অ্যালার্জি তৈরি করে।

এদের মধ্যে রয়েছে বাদাম, টম্যাটো লাল মদ, চিজ চকোলেট। আবার বেনজোয়েট এবং সালফাইট নামক রাসায়নিক থেকেও অ্যালার্জি হয়ে থাকে, যা খুব বেশি পরিমাণে থাকে শুকনো ফলে, প্যাকেট বন্দি ফলের রসে, পটোটো চিপস এ কন্তু মিল একটাই যে, এদের শারীরিক বিপত্তির নেপথ্যে রয়েছে বিশেষ ধরনের খাদ্যপ্রীতি। মাম্পির বেলায় কাঁচা আলু, মহিলার বেলায় ব্ল্যাক টি অর্কমিতার বেলায় চাউমিনের মশলা ও সস। কাঁচা আলুর নানা ধরনের অ্যালকালয়েড রাসায়নিক মাম্পির মুখের ঘায়ের জন্য দায়ী মধ্যবয়স্কার টিরি কেফিন এবং অর্কমিতার চাউমিনের মশলা ও সসের আজিনামোটোর মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট মাথাব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গের জন্য দায়ী।

যেসব খাবারগুলো ঘুমের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন বিকল্প

ঘুম নিয়ে অনেকেই বেশ সমস্যায় থাকেন। রাত হলে সময় মতো বিছানায় যান ঠিকই কিন্তু ঘুম আসে না। ঘুমের জন্য অপেক্ষা করতে রাতে অর্ধেকটাই পার হয়ে যায় বিছানায় এপাশ ওপাশ ঘিরে। এমন অসহনীয় যন্ত্রণায় যারা আছেন তারা অনেকেই ঘুমানোর জন্য ঘুমের ওষুধের আশ্রয় নেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কিছু সাধারণ খাবার হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধের বিকল্প। এগুলোর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তাই ঘুম সমস্যার সমাধানের জন্য নির্ভয়ে এবং নির্বিঘ্নেই খেতে পারেন এসব খাবার। জেনে নিন কিছু খাবার সম্পর্কে যেগুলো হতে পারে আপনার ঘুমের ওষুধের বিকল্প।

পাকা কলাকলা খেলে রাতে ভালো ঘুম হয়। কলাকে ঘুমের ওষুধের বিকল্পও বলা যেতে পারে। কলায় আছে ম্যাগনেশিয়াম যা মাংসপেশীকে শিথিল করে। এছাড়াও কলা খেলে মেলাটোনিন ও সেরোটোনিন হরমোন নির্গত হয়ে শরীরের ঘুমের আবেশ নিয়ে আসে। তাই যাদের ঘুম হয় না তারা রাতের খাবারে কলা রাখতে পারেন। হালকা গরম দুধ হালকা গরম দুধ হতে পারে ঘুমের ওষুধের বিকল্প। অনেকেরই রাতের ঘুমে সমস্যা হয়। যারা রাতে ঠিক সময়ে ঘুমাতে পারছেন না কিংবা বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন তারা রাতে ঘুমানোর আগে হালকা গরম দুধ খেয়ে ঘুমাতে পারেন। দুধে আছে ট্রাইপটোপান ও এমিনো অ্যাসিড যা ঘুম ঘুম ভাব সৃষ্টি করে। এছাড়াও দুধের ক্যালশিয়াম মস্তিষ্কে ট্রাইপটোফান ব্যবহারে সহায়তা করে এক গ্লাস দুধ খেলে আপনার মানসিক চাপ ানেকটাই কমে যায় এবং শরীর কিছুটা শিথিল হয়ে ঘুমে সহায়তা করে। মধু মস্তি,ক ওরেক্সিন নামের একটি নিউরোট্রান্সমিটার আছে যা মস্তিষ্কে সচল রেখে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজ প্রবেশ করে এবং ওরেক্সিন উৎপাদন বন্ধ করে দেয় কিছুক্ষণের জন্য যা আপনাকে দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করে। আলু সেদ্ধ আলু বা রান্না করা আলু আপনার রাতের ঘুমের সহায়ক একটি খাবার হতে পারে। আলু কেলে ট্রাইপটোফানের পলে সৃষ্ট হাই তোলায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী এসিড নষ্ট হয়ে যায়। ফলে আপনার মস্তিষ্ক বেশ দ্রুতই আপনাকে ঘুমিয়ে পড়তে সহায়তা করতে পারে। ওটমিল — যারা ওজন সমস্যায় থাকেন তারা অনেকেই ওটমিল খেয়ে থাকেন। ওটমিলে আছে গুমে সহায়ক মেলাটোনিন। তাই রাতের খাবারহিসেবে ওটমিল খেলে একদিকে আপনার ওজনটা নিয়ন্ত্রণে থাকবে, অন্য দিকে আপনার রাতে ঘুমটাও ভালো হবে। বাদাম রাতের ঘুমের জন্য আরেকটি উপকারী খাবার হল বাদাম। যাদেররাতে ঘুমাতে সমস্য হয় তারা প্রতিদিন রাতের খাবারে ১২টি বাদাম খেলে রাতের ঘুম ভালো হবে।

খাদ্যাভ্যাস নিয়ে ভুল ধারণা

সন্তান পুষ্টিকর খাবার খাচ্ছে কিনা বা কোন খাবার তার জন্য ক্ষতিকর — এমন নানান চিন্তায় ভুগথে থাকেন তাদের মায়েরা। এক্ষেত্রে প্রচলিত আছে কিছু ভুল ধারণাও। স্বাস্থ্যবিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে শিশুদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে প্রচলিত কিছু ভুল ধারণা উল্লেখ করা হয়। মায়েরা শিশুদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কিছু ধারণা পোষণ করেন যা সত্যি নয়। এই ধরনের ভুলগুলো এবং এর মূল দিক এখানে তুলে ধরা হল।

ভুল ধারণা ১ বেশি চিনিজাতীয় খাবার শিশুর অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়- চিনিজাতীয় খাবার শণীরে শক্তি সঞ্চার করে। তবে এর সঙ্গে অস্থিরতার তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। আর এটি গবেষকরা বেশ কিছু গবেষণার মাধ্যমেই প্রমাণ করেছেন। অনেক সময় ছোটরা অস্থির ও খিটখিটে হয়ে যেতে পারে। তবে এর কারণ চিনি নয় বরং অপর্যাপ্ত খুব এবং সঠিক পুষ্টির অভাব হতে পারে। খাবারে রআয়রনের অভাব এবং শরীরিক কসরতের অভাবে শিশুদের আচরণে এ ধরণের পরিবর্তন আসতে পারে। তাছাড়া শিশুদের শারীরিক গঠনে পরিমাণ তো চিনি।

ভুল ধারণা ২ বড়দের থেকে শিশুরা বেশি বেছে খায় --- শিশুদের বয়সেলর সঙ্গে তাদের খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের নিত্য নতুন খাবারের সঙ্গে পরিচয় হয়। শুরুতেই তাদের অনেক খাবার পছন্দ নাও হতে পারে। কারণ নতুন খাবারের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ারও বিষয় আছে। আর প্রথমে কোনো খাবার পছন্দ না হলে মায়েরা মনে করেন শিশু খাবার নিয়ে ঝামেলা বেশি করছে। তবে এক্ষেত্রে প্রথম কয়েক দিনক ধৈর্য্য ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করলে শিশু অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

ভুল ধারণা ৩-ওটমিল শিশুদের জন্য সেরা --- প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ওটস বেশ উপাদেয় খাবার। তাই বলে সেটি যে শিশুদের জন্যও সমান পুষ্টিকর হবে সেটি ভাব ঠিক নয়। ভারতীয় পুষ্টিবিদ ডা. নুপুর কৃষ্ণা বলেন, "ওটসে প্রচুর আঁশ থাকে যা শিশুর হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।"

ভুল ধারণা ৪-শিশুকালের অ্যালার্জি ভালো হয়ে যায় --- ছোট বেলায় কিছু কিছু খাবরে অ্যালার্জি থাকতে পারে যা অনেকেই মনে করে বড় হওয়ার পর তা ভালো হয়ে যেতে পারে। তবে এই ধরনের অ্যালার্জি অনেক ক্ষেত্রে ভালো হলে কিছু কিছু খাবারের অ্যালার্জি থেকে যেতে পারে।

ভুল ধারণা ৫-শিশুদের স্বাদের ধরন বড়দের থেকে বিভিন্ন — ছয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের বিভিন্ন খাবারের প্রতি আগ্রহে পরিবর্তন আসতে থাকে। তাই যদি শিশুদের শুধু মিষ্টি বা ঝাল ছাড়া খাবার খাওয়াতে থাকেন তাহলে সব ধরনের খাবারে তার অভ্যস্ততা আসবে না। এক্ষেত্রে পরে ঝাল খাবার খাওয়ায় সমস্যা হতে পারে। তাই শিশুদের অল্প পরিমাণে সব ধরনের খাবার খাওয়ানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

বাংলায় আইএসের পোস্টার 'শীঘ্রই আসছি', বাংলাদেশে আতঙ্ক

মনির হোসেন, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল ।। শ্রীলঙ্কায় প্রাণঘাতী ভয়াবহ বোমা হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বাংলাভাষী অঞ্চলে (বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ) হামলার হুমকি দিয়েছে বর্বর জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট (আইএস)।

বিভিন্ন গনমাধ্যম সুত্রে জানা গেছে,গত বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) রাতে আইএসের টেলিগ্রাম চ্যানেলে একটি পোস্টার প্রকাশ করা হয়। ওই পোস্টারে বাংলায় লেখা ছিলো 'শীঘ্রই আসছি, ইনশাল্লাহ'। সেখানে মুরসালাত নামে একটি গ্রুপের লোগোও দেখা গেছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদমাধ্যম জানায়, শ্রীলঙ্কায় স্থানীয় ন্যাশনাল তাওহীদ জামাতের (এনটিজে) মাধ্যমে আইএসের ভয়াবহ সিরিজ বোমা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এ হুমকিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখছে বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এরইমধ্যে স্থানীয় জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিনের (জেএমবি) মাধ্যমে অস্তিত্ব জানান দিয়েছে আইএস।

২০১৬ সালে আইএস ঢাকার গুলশানে হলি আর্টিজান রেস্তোরাঁয় বর্বরোচিত হামলা চালালেও এরপর জঙ্গিবাদকে কঠোর হাতে দমন করেছে বাংলাদেশ সরকার।

সম্প্রতি শ্রীলঙ্কায় হামলার ঘটনার পর জঙ্গিবাদ সারাবিশ্বের উদ্বেগের কারণ হলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তৎপর, জনগণও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছে। জঙ্গিবাদের স্থান এ দেশের মাটিতে হবে না।

সার্ভারে সমস্যার সমাধান : দেশজুড়ে ভোগান্তির অবসান এয়ার ইন্ডিয়ার যাত্রীদের

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। ঘড়ির কাঁটায় ভোররাত তখন ৩.৩০ মিনিট, আচমকাই ভারত ও বিশ্বজুড়ে শাটডাউন হয়ে যায় এয়ার ইন্ডিয়ার এসআইটিএ সার্ভার। ভোররাতে এয়ার ইন্ডিয়ার প্রধান সার্ভার আচমকাই বসে যাওয়ায় শুধুমাত্র ভারত নয়, এর প্রভাব পড়েছে বিশ্বের অন্যত্রও। ভোররাতে বিমান ধরতে এসে দুর্ভোগে পড়েন অসংখ্য যাত্রীরা। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর-সহ দেশের প্রত্যেকটি বিমানবন্দরে ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। যদিও, এয়ার ইন্ডিয়ার টেকনিক্যাল টিমের বিশেষ তৎপরতায় সকাল ৮.৪৫ মিনিটের পর সার্ভার সমস্যার সমাধান হয়। এরপর থেকে স্বাভাবিক ছন্দে চলাচল শুরু করে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান।

এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্র প্রথমে জানান, 'শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ এসআইটিএ সার্ভার আচমকাই বসে যায়। এর ফলে বিমান পরিষেবা বিঘ্নিত হয়। আমাদের টেকনিক্যাল টিম বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। খুব শীঘ্রই পরিষেবা স্বাভাবিক হবে। যাত্রীদের ভোগান্তির জন্য আমরা ভীষণ দুঃখিত।' এয়ার ইন্ডিয়ার মুখপাত্রের এই বিবৃতির বেশ কয়েকঘন্টা পর এয়ার ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর (সিএমডি) অশ্বনী লোহানি জানান, ''শনিবার ভোররাত ৩.৩০ মিনিট থেকে ৪.৩০ মিনিট পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার প্যাসেঞ্জের সার্ভিস সিস্টেম, যা এসআইটিএ দ্বারা পরিচালিত হয় তা মেইনটেনেন্স করা হচ্ছিল। সকাল ৮.৪৫ মিনিট পর্যন্ত সার্ভার বসে গিয়েছিল। পরে সার্ভার সমস্যার সমাধান হয়েছে।'' এয়ার ইন্ডিয়ার সিএমডি অশ্বনী লোহানি পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, এ দিন ভোর ৩.৩০ মিনিট থেকে এই সমস্যা দেখা দেয়। এর ফলে শুধু ভারতে নয়, বিশ্ব জুড়ে উড়ান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। প্রসঙ্গত, চলতি বছরে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার গোটা বিশ্বেই সার্ভার শাট -ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার আগরতলায় সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। নিজস্ব ছবি।

ঘূর্ণিঝড় 'ফেণি' বাংলাদেশ উপকূলের দিকে আসছে ঘন্টায় ৮০ কিমি বেগে ঝড়ের আশঙ্কা সাগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল।। দেশজুড়ে তাপপ্রবাহ কিছুটা কমে এলেও কমেনি গরমের তীব্রতা। এরইমধ্যে গভীর সাগরে সৃষ্টি হওয়া নিম্নচাপটি ক্রমেই উপকূলের দিকে আসছে। এই অবস্থায় পূর্বাভাস মিলছে, ১৮টি জেলা ও তার আশেপাশের অঞ্চলে কালবৈশাখী বয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঘণ্টায় বাতাসের গতিবেগ উঠতে পারে ৮০ কিলোমিটারেরও ওপরে।

আবহাওয়াবিদ মুহম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, নিরক্ষীয় ভারত মহাসাগর ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি সামান্য উত্তর দিকে অগ্রসর ও ঘণীভূত হয়ে ঘূর্ণিঝড় 'ফেণি' হিসেবে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন নিরক্ষীয় ভারত মহাসগর এলাকায় অবস্থান করছে।

এটি শনিবার (২৭ এপ্রিল) বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৯৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণে, কক্সবাজার সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৮৫৫ কিলোমিটার দক্ষিণে, মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৯২৫ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং পায়রা সমুদ্রবন্দর থেকে ১ হাজার ৮৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থান করছিল। এটি আরও ঘণীভূত হয়ে ও উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ভারতের অন্ধ্র উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারে।

ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৫৪ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৬২ কিলোমিটার, যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ৮৮ কিলোমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের কাছে সাগর বিক্ষুব্ধ আছে।

এই অবস্থায় চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে ২ নম্বর দূরবর্তী হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরা নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় 'ফেণি' নিয়ে বাংলাদেশের উপকূলবাসীর জন্য শঙ্কার তেমন কিছু আপাতত দেখতে পাচ্ছে না আবহাওয়া অধিদফতর। এখন পর্যন্ত যে এটির যে অভিমুখ, সেটি ভারতের উপকূল অতিক্রম করেই শান্ত হবে বলে মনে হচ্ছে।

তবে শঙ্কা দেখা দিয়েছে কালবৈশাখী ঝড় নিয়ে। আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, রোববার (২৮ এপ্রিল) ভোর ৫টা পর্যন্ত দেওয়া এক পূর্বাভাসে বলেছে, ১৮টি জেলা ও তার আশেপাশের এলাকায় কালবৈশাখী 'তাণ্ডব' চালিয়ে যেতে পারে।

আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, রোববার ভোর ৫টার মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও সিলেট-এই ১৮টি অঞ্চলের ওপর দিয়ে অস্থায়ীভাবে পশ্চিম অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বা আরও অধিক বেগে কালবৈশাখী ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।

কালবৈশাখী তাণ্ডব চালাতে পারে বলে শঙ্কা থেকে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, ঢাকা, যশোর, কুষ্টিয়া ও সিলেট অঞ্চলের নদীবন্দরগুলোকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

শনিবার (২৭ এপ্রিল) দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ফরিদপুরে ৩৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। একদিন আগে গত বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) এ তাপমাত্রা ছিল রাজশাহীতে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তবে তাপমাত্রা খানিকটা কমলেও দাবদাহে ভুগতে হয়েছে মানুষকে।

অনুদান দিয়ে নয়, কাজে নিয়োজিত করলেই মাথাপিছু আয় বাড়বে মত সুরেশ প্রভুর

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। "দেশের প্রতিটি জেলার প্রত্যেক মানুষের মানোন্নয়ন হলেই, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব। প্রত্যেক দেশবাসীর উন্নয়ন ছাড়া, দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়"। শনিবার দুপুরে এক সভায় এমনটাই জানালেন কেন্দ্রীয় শিল্প, বাণিজ্য ও অসামরিক পরিবহন মন্ত্রী সুরেশ প্রভুউ

এদিন, কলকাতায় বণিকসভা ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রিসার্চ ফাউন্ডেশন ও স্বদেশী রিসার্চ ইনস্টিটিউট আয়োজন করেছিল " পারস্পেক্টিভ অন নিউ ইন্ডিয়া" শীর্ষক এক আলোচনা সভারউ এদিন ওই সভাতেই আমন্ত্রিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিল্প, বাণিজ্য ও অসামরিক পরিবহন মন্ত্রী সুরেশ প্রভুউ সেখানে তিনি বলেন, দেশের যাবতীয় সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে দেশের প্রতিটি জেলার কমপক্ষে ৪ থেকে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটাতে হবেউ এতে সামগ্রিকভাবে দেশের বৃদ্ধি ১০ শতাংশ ঘটবে বলেই মত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর।

সুরেশ প্রভু বলেন, " আমরা দেশের পূর্ব, পশ্চিম, মধ্য,উত্তর, দক্ষিণ ও পার্বত্য এলাকার একটি করে জেলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে কাজ শুরু করেছি। যে ব্যক্তি যে বিষয়ে দক্ষ তাঁকে সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁর পারদর্শিতা ইন্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার প্রকাশ করার চেষ্টা করছে। এতে ওই ব্যক্তির মেধা ও ক্ষমতার সম্পুর্ন ব্যবহার করা সম্ভব হবেউ এর পাশাপাশি প্রথাগত পেশা ছাড়াও নিজেরাই যাতে অন্যান্য পেশায় নিযুক্ত হয়ে উপার্জন করতে পারে, তার জন্য বিকল্প পেশার প্রশিক্ষণও সরকার দিচ্ছে।

প্রতিটি জেলাকে কেন্দ্র করেই ডিজিটাল ইন্ডিয়া, ইস অফ ডুইং বিজনেস, মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পগুলো রূপায়ণে জোর দেওয়া হচ্ছে বলেও তিনি জানান। এর ফলে কাজের জন্য কাউকে স্থান পরিবর্তন করতে হবে না, দেশ নতুনভাবে ঘুরে দাঁড়াবে। তিনি এদিন আরও বলেন, " অনুদান দিয়ে কারোর আয় বাড়ে না। কাজে নিয়োজিত করলেই ব্যক্তিবিশেষের আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বাড়লে ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।" ২০২৩ সালে ভারতবর্ষকে ১০ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনীতির দেশ করার লক্ষ্যমাত্রা তাঁদের সরকার নিয়েছেন বলে তিনি জানান। উৎপাদন, শিল্প, চাকরি সব ক্ষেত্র থেকেই গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছেন তাঁরা বলেও জানান এদিন।

একই সাথে নতুন শিল্পনীতির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতেই বানিজ্য করার সিদ্ধান্ত তার সরকার নিয়েছে বলে তিনি জানান। বর্তমান আর্থিক বর্ষে ৫৪০ বিলিয়ন ডলারের রফতানি ভারতবর্ষ করেছে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ বলে তিনি দাবি করেন। তবে অর্থনীতির পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে ধরে রাখা ও বিজ্ঞানের প্রসার, নিরাপদ সীমান্তও দেশের প্রগতির জন্য প্রয়োজন বলে সুরেশ প্রভু এদিন উল্লেখ করেন।

পঃবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে বড়সড় আর্থিক দুর্নীতির হদিশ, ব্যবস্থা প্রাক্তন আধিকারিকের বিরুদ্ধে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে বড়সড় আর্থিক দুর্নীতির হদিশ পেয়েছে সরকারি তদন্তকারী দল। এর জেরে আটকে দেওয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আধিকারিকের অবসরকালীন সুযোগ। নজীরবিহীন এই ঘটনার জেরে সমবায় সংস্থার তরফে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে আধিকারিকের অবসরকালীন সুযোগ আটকে দেওয়া হয়েছে, তাঁর নাম দিলীপ কুমার ঘোষ। তিনি ছিলেন স্টাফ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির সম্পাদক। একথা জানিয়ে সংস্থার বর্তমান সম্পাদক শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, ''প্রায় ১৪ মাস আগে অবসর নিয়েছেন দিলীপবাবু। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক বিভাগের সিনিয়র সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। আগে এই সমবায় সোসাইটির সম্পাদকও ছিলেন। নিয়ম অনুযায়ী অবসরকালীন সুযোগ পেতে গেলে সোসাইটির সম্মতিজ্ঞাপক নথি (এনওসি) দরকার। কিন্তু সরকারি তদন্তে সোসাইটির বিরুদ্ধে প্রচুর দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তাই সোসাইটি দিলীপবাবুর ব্যাপারে এনওসি দেয়নি।''

অভিযোগ, এই সমবায় সোসাইটি দীর্ঘদিন ঘুঘুর বাসা হয়ে ছিল। সরকারি রিপোর্টে সেটাই ঘুরিয়ে রিপোর্টে বলা হয়েছে। আট দফা অভিযোগ তুলে সরকারের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন ক্রেডিট সোসাইটির বর্তমান কর্তারা। তার প্রেক্ষিতেই তদন্ত করে গত বছর জুলাই মাসের শেষে একটি রিপোর্ট জমা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে অনিয়ম-বেনিয়ম হয়েছে বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানিয়েছেন।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এই কো-অপারেটিভের পাশবুক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, সমবায়ের অ্যাকাউন্টের কাজকর্ম করেছে তৃতীয় পক্ষ। যাদের এই ক্রেডিট সোসাইটি সেই ক্ষমতাই দেয়নি। তৎকালীন পদাধিকারীরা নিজেরাই এই বেআইনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাছাড়া এই গোটা ঘটনায় ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও সমানভাবে জড়িত। কারণ তারা এই সব বিষয়ের উত্তর দেয়নি। ২০১৩ সালের ২৭ এপ্রিল একটি চেকের মাধ্যমে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টোকা তোলা হয়েছিল। সেই বিষয়ে ব্যাঙ্ক কর্তাদের জবাব চাওয়া হলেও উত্তর আসেনি।

আবার সমবায়ের কজাকর্মের জন্য 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কো-অপারেটিভ সোসাইটির বোর্ডে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে কোনও নথি পাওয়া যায়নি। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের থেকেও এ নিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারেও নিরুত্তর তারা।

আরও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল, এই ক্রেডিট সোসাইটির ১২টি সিআইএফ নম্বরের হদিশ মিলেছে। কী করে তা সম্ভব, তা নিয়েও বড়সড় প্রশ্ন তোলা হয়েছে। কর্মিমহলের প্রশ্ন, একটি অ্যাকাউন্টের এতগুলি সিআইএফ নম্বর আবার হয় নাকি? শুভেন্দুবাবু এই প্রতিবেদককে বলেন, "দিলীপবাবুর পর এই সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন গৌতম পাল। তিনি পদত্যাগ করলে আমি ২০১৭-র ৬ সেপ্টেম্বর সোসাইটির দায়িত্ব নিই। এর পর সংস্থার সাধারণ সভার (জিবি) বৈঠকে সব কিছু খতিয়ে প্রচুর অনিয়ম দেখা যায়।

শুভেন্দুবাবু এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, ''গত ১৯ মার্চ অভিযুক্তের কাছ থেকে ২১ লক্ষ টাকা ফেরৎ চেয়ে আইনি পদক্ষেপ নিই। ওপরমহলে বিষয়টি জানাই। সমবায় সোসাইটির সহকারী রেজিস্ট্রার এ নিয়ে তদন্ত করছে। তিনি একজন আর্বিট্রেটর নিয়োগ করেছেন। এর পাশাপাশি জিবি-র এক সদস্য গোবিন্দ গোস্বামী জোড়াসাঁকো থানায় আর্থিক অনিয়মের ব্যাপারে এফআইআর করেছেন।''

সূত্রের খবর, সরকারি তদন্ত জানিয়েছে, অডিটে এক রকম হিসেব উঠে এসেছে। অথচ ব্যাঙ্কে থাকা টাকার পরিমাণ অন্য। লভ্যাংশের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রেও অনেক নয়ছয় হয়েছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু এতেই নয়, সমবায়ের অভ্যন্তরীণ তদন্ত রিপোর্টেও একাধিক অনিয়মের কথা উঠে এসেছে। আর এ সব নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে কর্মীদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

দুর্নীতির তথ্য আরও আছে। রিপোর্ট বলছে, ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৫-১৬ সাল পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত টাকার সঙ্গে অডিটে পাওয়া টাকার হিসেবে বড়সড় গরমিল ধরা পড়েছে। কারণ, অডিট করার পর যে টাকার হিসেব মিলেছে, তার সঙ্গে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার মিল নেই। প্রতি বছরই লক্ষাধিক টাকার ফারাক লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন ২০১৫-১৬ সালে অডিটের ব্যালান্স বলছে ৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৫১০ টাকা রয়েছে। অথচ ব্যাঙ্কে রয়েছে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ১৯২। অর্থাৎ, ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩১৮ টাকার ফারাক দেখা যাচ্ছে।

তার আগের বছর অডিট ব্যালান্স যেখানে বলছে ৪ লক্ষ ৬০ হাজার ১৩৭ টাকা, সেখানে ব্যাঙ্কের হিসেবে ২৬ হাজার ৮১৯ টাকা রয়েছে। ঘাটতি ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩১৮ টাকা। কীভাবে বছরের পর বছর এমনটা হয়েছে, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে অডিট সংস্থার তরফেও গাফিলতি রয়েছে কি না, তা দেখা দরকার। আবার ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে কোনও সঠিক যুক্তি দেখাতে পারেনি। -ছয়ের পাতায় দেখুন

অনুব্রত গড়ে ৭০৯ টি বুথ অতি স্পর্শ কাতর

সিউড়ি, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। অনুব্রতগড়ে ৭০৯ টি বুথ অতি স্পর্শ কাতর। তাই পরিস্থিতি মোকাবিলায় কমিশনের কড়া দাওয়াই। বীরভূমের ১০০ শতাংশ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে ওয়েব কাসটিং, সি সি টিভি, ভিডিও গ্রাফি, এছাড়াও মাইক্রো অবজারভারের নজরদারি।

গত পঞ্চায়েত ভোটে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেলা পরিষদ থেকে পঞ্চায়েতে সমিতি সবই দখল করে তৃণমূল। মনোনয়ন পর্বে প্রকাশ্যে খুনের ঘটনাও ঘটে। তাই লোকসভা ভোটে বীরভূমের মত স্পর্শ কাতর জেলায় কোন ঝুঁকি নিচ্ছে না কমিশন। তাই ভোটে দুদিন আগেই বীরভূমে পৌঁছল ১২৮ কোম্পানি।

ইতিমধ্যেই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা স্পেশাল অবজারভার বিবেক দুবে জেলায় এসে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে বীরভূম ৭০৯ বুথ কে অতি স্পর্শ কাতর চিহ্নিত করেছে। মোট ৩০২১ বুথ এবং ২২৫৭ টি বুথ প্রেমিশেস এর মধ্যে ৭০৯ টি অতি স্পর্শ কাতর বুথ চিহ্নিত হয়েছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশী বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রের ৪৫৮ টি বুথ কে অতি স্পর্শ কাতর চিহ্নিত করে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে কমিশন।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা জানা গেছে, এছাড়াও বোলপুর লোকসভা কেন্দ্রের ২৫১ টি বুথ কে অতি স্পর্শ কাতর চিহ্নিত করেছে কমিশন।

গত কয়েকটি ভোটে যে সমস্ত এলাকায় ভোট কে কেন্দ্র করে অশান্তি হয়েছে তার একাধিক মান দন্ড চিহ্নিত করে এই তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। জানা গেছে, বীরভূম লোকসভা আসনের মধ্যে মহঃবাজার, খয়রাশোল, দুবরাজপুর, থানা এলাকায় স্পর্শ কাতর বুথের সংখ্যা বেশি। একই ভাবে বোলপুর কেন্দ্রের নানুর, লাভপুর মত থানা এলাকায় স্পর্শ কাতর বুথ রয়েছে।

তাই বীরভূমের ১০০ শতাংশ

বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী। সঙ্গে অতি স্পর্শকাতর বুথ গুলি তে তাই একাধিক সতর্কতা মূলক ব্যাবস্থা। অতি স্পর্শ কাতর বুথে থেকে হবে ওয়েব কাসটিং, সিসি টিভি নজরদারি। সঙ্গে থাকছে মাইক্রো অবজারভারের কড়া নজর।

শনিবার জেলা প্রশাসন ভবনে একটি সাংবাদিক বৈঠকে করেন বীরভূমে জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু এবং জেলা পুলিশ সুপার আবরু রবীন্দ্রনাথ। এদিন জেলা শাসক বলেন, জেলার ৯৯ শতাংশ বুথ কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে। অতি স্পর্শকাতর বুথে বিশেষ নজরদারি জন্য ওয়েব কাসটিং সি সি টিভি নজরদারি থাকছে। এছাড়াও বুথের বাইরে নজরদারি জন্য কিউ আর টি টিম তৈরি করা হয়েছে জেলার ২৪ থানা এলাকায়।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, 'ড্রু'জেলা জুড়ে নজরদারি জন্য ৪২ টি জায়গা নাকা করা হচ্ছে। এরমধ্যে বীরভূম ঝাড়খণ্ড সীমান্তে ১৬ জায়গায় ২৪ ঘন্টার জন্য নজরদারি চলছে।ড্রু' সি আর পি এফ দের প্রলোভন দেখিয়ে কাজ হাসিল করার একটা অভিযোগ তুলেছে বিরোধী রা সেই প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে পুলিশ সুপার বলেন, আমরা ইতিমধ্যেই সেন্ট্রাল ফোর্সের আধিকারিক সঙ্গে গতকাল মিটিং করে নিয়েছি। এবং সীমান্তবর্তী জেলা জামতাড়া পাকুড় দুমকা জেলার প্রশাসনিক কর্তা দের সঙ্গে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

শনিবার আগরতলায় ওয়ার্ল্ড ভেটেরেনারি ডে উদযাপিত হয়েছে। নিজস্ব ছবি।

বিশ্বে বহুপাক্ষিকতাবাদ পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক প্রয়োজন ঃ বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৭ এপ্রিল।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বহুপাক্ষিকতার পতাকা সমুন্নত রাখার বিশ্ব নেতা আখ্যায়িত করে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন, বিশ্বে এখন বহুপাক্ষিকতাবাদ পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে অধিক প্রয়োজন।

তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী পর পর ১০ বছর যাবৎ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের উচ্চ পর্যায়ের সপ্তাহে যোগ দিয়ে যাচ্ছেন এবং গুটিকয়েক বিশ্ব নেতাদের মধ্যে তিনি অন্যতম একজন যিনি এমডিজি ও এসডিজি উভয়টি গ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

শনিবার বাংলাদেশ মিশন জানায়, সম্প্রতি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বহুপাক্ষিকতাবাদ ও শান্তির কূটনীতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত উচ্চ পর্যায়ের প্লেনারি সভায় বক্তব্য প্রদানকালে রাষ্ট্রদূত এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রদূথ মাসুদ বলেন, বহুপাক্ষিকতাবাদ অর্জন সম্ভব হবে যদি জাতিসংঘ ও বহুপাক্ষিক ব্যবস্থা সার্বিকভাবে সকল অংশীজন, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সুশীল সমাজ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে এজেন্ডা ২০৩০ সহ অন্যান্য প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন এবং নবসৃষ্ট সুযোগগুলো পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে একযোগে কাজ করে যায়।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এবারই প্রথমবারের মতো 'বহুপাক্ষিকতাবাদ ও শান্তির কূটনীতি' বিষয়টির স্মরণে এবং এ জাতীয় পদক্ষেপগুলো আরও বেগবান করতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ আন্তর্জাতিক দিবসটি পালন করে।

সভায় বহুপাক্ষিকতাবাদ ও শান্তির কূটনীতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণের কথা উল্লেখ করেন রাষ্ট্রদূত মাসুদ।

জাতির পিতার সেই ভাষণ থেকে উদ্ধৃতি টেনে তিনি বলেন, 'এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যত আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল'।

রাষ্ট্রদূত মাসুদ 'শান্তির সংস্কৃতি' ধারণাটি জাতিসংঘের মূল ধারায় সংযুক্ত করা, জাতিসংঘে শান্তিরক্ষা ও শান্তি বিনির্মাণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের টেকসই শান্তি ধারণাটি সমর্থন ও এগিয়ে নেয়াসহ বহুপাক্ষিক প্লাটফর্মে বাংলাদেশের অংশগ্রহণের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে মানবিক আশ্রয়দানের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত মাসুদ বলেন, জাতিসংঘের মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার এ এক অনন্য নজির।রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপও অব্যাহত আছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

রাষ্ট্রদূত বলেন, সরকার উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল বৈশ্বিক উন্নয়ন এজেন্ডার বাস্তবায়নে ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে জাতিসংঘ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের পদক্ষেপের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, এর থেকে প্রতীয়মান হয় বহুপাক্ষিকতাবাদ এর প্রতি বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাস কতটা গভীর।

জলবায়ু পরিবর্তন, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতি, সংঘাত, উগ্র-জাতীয়তাবাদ, সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ, অসাম্য, সাইবার আক্রমণ, বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সংকট ইত্যাদি বিষয়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাষ্ট্রদূত মাসুদ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,আমরা যদি ভাবি শুধু উন্নয়নশীল দেশের জন্যই বহুপাক্ষিকতাবাদের প্রয়োজন অন্যদের জন্য নয় তাহলে আমরা বোকার স্বর্গে বাস করছি।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে শুধু চ্যালেঞ্জই রয়েছে এটি ঠিক নয়, আমরা এর নেতিবাচক দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে এবং এর অফুরান সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগিয়ে মানব জাতির কল্যাণ সাধন করতে পারি।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের ১২ ডিসেম্বর 'বহুপাক্ষিকতাবাদ ও শান্তির কূটনীতি' বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বহুপাক্ষিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শান্তির কূটনীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যকার বিরোধসমূহের মীমাংসার ক্ষেত্রে এই দিবসটি পালন তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে বলে গৃহীত রেজ্যুলেশনটিতে বিধৃত রয়েছে।

শনিবার আগরতলায় এএমআরআই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বিভিন্ন অত্যাধুনিক পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। নিজস্ব ছবি।

বাংলাদেশ চিনের কাছ থেকে আর ঋণ নেবে না ঃ সিদ্ধান্ত

ঢাকা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। অবশেষে বোধোদয়ই বলা যায়। বেজিংয়ে দ্বিতীয় বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামের সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, বহুল আলোচিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের আওতায় বাংলাদেশ আর চিনের কাছ থেকে ঋণ নেবে না। বিশ্বের ১২৬টি দেশ ও ২৯টি আন্তর্জাতিক সংস্থার মতো এই উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও বাংলাদেশ আর চিনের ঋণের ফাঁদে জড়াবে না। প্রতিবেশী দেশ ভারতের পর মার্কিন বিশ্লেষকরাও চিনা ঋণ নিয়ে বাংলাদেশকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। চিনের বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইতিমধ্যে ২৩টি দেশের ঋণ ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পৌঁছেছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ নতুন করে চিন থেকে আর ঋণ গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে এগিয়ে নিতে ঢাকা এখন বিকল্প অর্থনৈতিক মডেলের দিকে নজর দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার থেকে চিনের রাজধানী বেজিংয়ে শুরু হয়েছে বেল্ট অ্যান্ডরোড সম্মেলন। দ্বিতীয়বারের মতো বেল্ট এ্যান্ড রোড সম্মেলনে বিশ্বের ১৫০টি দেশ অংশগ্রহণ করছে। বাংলাদেশও দ্বিতীয় বারের মত উচ্চ পর্যায়ের এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। এছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলমও এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

ফোরামের সম্মেলন শুরুর প্রাক্কালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরিয়ার আলম বলেছেন, ভবিষ্যত উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য অর্থ চায় বাংলাদেশ। তবে চিনের কাছে আর কখনও ঋণ চাইবে না। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, যেসব দেশ উচ্চ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করছে না, তাদের জন্য যেকোনও অংকের ঋণ বিপজ্জনক হতে পারে। বেজিংয়ের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের সঙ্গে সম্পর্কিত ঋণ শোধ করার মতো অর্থনৈতিক শক্তি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। আসন্ন বেল্ট অ্যান্ড রোড ফোরামে ঢাকা কি আরও ঋণ চাওয়ার পরিকল্পনা করছে? এমন প্রশ্নের জবাবে শাহরিয়ার আলম বলেন, তার সরকারের কখনও এমন ইচ্ছা ছিল না। এখনও নেই। বাংলাদেশ আর কখনও চিনের কাছে অধিক ঋণ চাইবে না। বিকল্প অর্থনৈতিক মডেল প্রসঙ্গে শাহরিয়ার আলম বলেন, 'আমরা বহু কোম্পানি ও দেশের সঙ্গে অনেক প্রকল্প স্বাক্ষর করেছি। এটা হল একটি প্রতিযোগিতামূলক 'বিডিং' পদ্ধতি। আমরা ওইসব কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করছি, যারা বাংলাদেশে নিজেদের কর্মকান্ড চালাতে পারে এবং নিজেরাই নিজেদের জন্য ঋণ আনতে পারে। এটাই আমাদের কাছে উত্তম।ঙ্র' তিনি বলেন, 'সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মতো অন্যান্য আর্থিক মডেলও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। আমরা নতুন নতুন অর্থনৈতিক মেকানিজম বা কৌশল প্রণয়ন করছি। এভাবেই আমাদের ভবিষ্যতকে গড়তে চাই।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিজেপি-র বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খারিজ দিল্লির চিঠিতে

কলকাতা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। প্রতীক বিতর্কে বিজেপি-র বিরুদ্ধে বিভিন্ন দলের আনা অভিযোগ খারিজ করে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শনিবার এই ব্যাপারে দিল্লি থেকে চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে।

শুক্রবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রে বৈদ্যুতিন ভোটগ্রহণ যন্ত্র (ইভিএম) 'কমিশনিং' (ইভিএম-এ প্রার্থী ও তাঁর প্রতীক সম্বলিত কাগজ লাগানো ও তা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না তা দেখা)-র সময়ে বিজেপির এমন প্রতীক দেখে প্রতিবাদ জানান তৃণমূলের প্রতিনিধিরা।

রাজ্য মুখ্য নির্বাচন অফিসার (সিইও) আরিজ আফতাবের কাছে অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তাঁদের অভিযোগ দিল্লিতে পাঠান সিইও।

বিজেপির প্রতীক নিয়ে শুক্রবারই সিইও-র কাছে অভিযোগ জানাতে যান তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "ইভিএমে পার্টির নাম থাকে না। প্রতীক থাকে। অন্যদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। একটি দলকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।" ব্যারাকপুরের তৃণমূলের প্রার্থী দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, "শুধুমাত্র কেন্দ্রের শাসক দলের প্রতীক আলাদা করার অর্থ কী, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছে।"

AFIDAVIT

I, **Smti Anamika Karmakar Neogi,** W/O, Sri Suparna Sekhar Neogi, Resident of Khilpara (Ashram Para), P.O. Khilpara, P.S. R.K. Pur, Udaipur, District-Gomati, Tripura, by nationaly- Indian, by religion- Hindu, by Occupation-Housewife, aged about 29 years do hereby solemnly affirm and declare as follows-

1. That, I am a citizen of india by birth and permantly residing in the aforementioned address after marriage with sri Suparna Sekhar Neogi.

This is true to my knowledge.

2. That my paternal surname is **"Karmakar"** and accordingly prior to my marriage with Sri Suparna Sekhar Neogi, my all docoments were lying with my paternal surname **"Karmakar"**. After my marriage I have started to use my husband's surname **"Neogi"**after my paternal surname **"Karmakar"** and have known to all concern as **"Anamika Karmakar Neogi"** and accordingly my some docoments were lying in the said name.

This is true to my knowledge.

3. That **"Anamika Karmakar"** and **"Anamika Karmakar Neogi"** are the names of same an identical person.

This is true to my knowledge.

VERIFICATION

That the statements made above are true to the best of my knowlwdge and in acknowledgement whereof I put my signature in the verification of this affidavit today the 21st day of June, 2018 AD.

Sd-
Anamika Karmakar Neogi

সংবাদমাধ্যম বিজেপিকে জেতানোর ঠিকা নিয়েছে : সুব্রত বক্সি

রামনগর, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। সংবাদমাধ্যম বিজেপিকে জেতানোর ঠিকা নিয়েছে। শনিবার কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শিশির অধিকারীর সমর্থনে রামনগরের জনসভা থেকে সংবাদমাধ্যমকে তীব্র আক্রমণ করে একথা বলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি।

এদিন তিনি সাংবাদিকদের প্রতি অনিহা প্রকাশ করে বলেন, ঙ্র'সংবাদমাধ্যম বিজেপিকে জেতানোর ঠিকা নিয়েছে।আমি যা বলার সভায় বলেছি।নতুন করে বিতর্ক আর বাড়িও না।ঙ্র' তিনি ক্যামেরার সামনেই সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সঙ্গে ত বলেন, ঙ্র'যাও, যাও, যাও এখান থেকে চলে যাও।কারুর লাভ তো দিতে পারবে না, লোকসান করো না।ঙ্র' সুব্রতবাবু বলার সময় মঞ্চে থাকা নেতানেত্রীরা প্রচণ্ড হাসাহাসি করতে থাকে।এরপর সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা সভাস্থল পরিত্যাগ করে।তার কিছুক্ষণ পরে সভাও শেষ হয়।

শনিবার কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শিশির অধিকারীর সমর্থনে রামনগর স্পোর্টস এসোসিয়েশন ময়দানে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সির জনসভা ছিল। খোদ জেলা তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি ও রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি এই সভায় যাতে কোনও ত্রুটি না থাকে তার জন্য কড়া নজর রেখেছিলেন।তবে ওই সভায় দলের প্রার্থী না আসায় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়।এ নিয়ে মুখে কুলুপ তৃণমূল নেতৃত্বের।আবার দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি পৌঁছাতে অনেকটা দেরি হওয়ায় কর্মী, সমর্থকদের ধৈর্য ধরে বসিয়ে রাখা পর্যন্ত একাই সামলেছেন অখিল।তবে এ দিনের সভায় মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি সংবাদমাধ্যমকে তীব্র আক্রমণ করার পাশাপাশি এনআরসি ইস্যুতে নরেন্দ্র মোদী তীব্র আক্রমণ করেন ঊ তিনি বলেন, এনআরসি তো আপনি (নরেন্দ্র মোদী) সরকারে ফিরলে চালু করবেন। নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর ভারতবর্ষের মাটিতে এনআরসি চালু করে বাংলার মানুষ তাদের ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তাই এই নির্বাচন আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল ভারত গড়তে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৪২-এ ৪২টা আসন এনে দিন। দফা যত বাড়বে তৃণমূলের সার্বিক আসন তত বাড়বে। রাফালের গায়ে কেলেঙ্কারির দাগ লেগেছে, তাই বিজেপিকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।তাই ভারতবর্ষের তাবড় তাবড় নেতৃত্বরা বাংলার দিকে তাকিয়ে আছে।ঙ্র'

এ দিনের সভায় ছিলেন পটাশপুরের বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি, রামনগর-১ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নিতাই চরণ সার, জেলা যুব তৃণমূলের কার্যকরী সভাপতি সুপ্রকাশ গিরি, ব্লকের কর্মাধ্যক্ষ কৌশিক বারিক-সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

সিদ্ধান্ত

আটের পাতার পর।। জন্য বহু পাকিস্তানি ভিসা নিয়ে আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুক। সেই প্রক্রিয়ায় বিরাট বাধা পড়ে গেল। মার্কিন সরকারের ভূমিকায় চিন্তিত পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তাঁর কূটনৈতিক পদক্ষেপ ধাক্কা খেল বলেই মনে করা হচ্ছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লাগাতার সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এতে ক্ষুব্ধ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের তরফে বারে বারে ইসলামাবাদকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

প্রান্ত

আটের পাতার পর।। ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। তুফানের ফলে জেলার কামপুরেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এভাবে পাহাড়ি জেলা পশ্চিম কারবি আংলং জেলার বৈঠালাংসো শহর-সহ সংলগ্ন অঞ্চলে শুক্রবার রাতের প্রচণ্ড বেগে ধাবমান তুফান তাণ্ডবলীলা চালিয়েছে। বাসিন্দাদের বাড়িঘরে তছনছ করার পাশাপাশি বৈঠালাংসো-কামপুর সড়কে যাতায়াত ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে পড়েছে। অসংখ্য গাছ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি রাস্তায় ও গৃহস্থদের বাড়ির ওপর আছড়ে পড়েছে।

দিল্লির

আটের পাতার পর।। ধারাবাহিক বিস্ফোরণের পরে ধড়পাকড় ও নিরাপত্তা বেষ্টনী জোরদার করা হয়েছে জঙ্গি দমনে গোটা দেশজুড়েই তোলপাড় করে চলছে সেনা অভিযান। প্রায় সাড়ে ৬ হাজার সেনা মোতায়েন করেছে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। শ্রীলঙ্কার পর সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আইএস-এর নিশানায় রয়েছে ভারতের কয়েকটি রাজ্যও, যার মধ্যে বাংলা, ত্রিপুরা-উত্তর-পূর্ব ভারতের নাম করেছেন গোয়েন্দারা। এমন অশান্ত পরিস্থিতি সুরক্ষার স্বার্থেই ভারতীয়দের শ্রীলঙ্কায় যেতে পুরোপুরি মানা করে দিল দিল্লি।

আহত ১

আটের পাতার পর।। রিতেশ, সুমিত শুক্লা, পারভেজ খান। আহত মহিলার নাম মণিকা পান্ডে। এরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ঝালাওয়ার-ইন্দোর সড়কে। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। বাকি দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত মহিলাকে গুরুতর অবস্থায় ঝালাওয়ার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রায়পুর থানার এসএইচও জানিয়েছেন, দেহগুলিকে ময়াতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ট্রাক ড্রাইভার পলাতক। তাঁকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে এদিন জানান পুলিশ আধিকারিক।

শিবির

আটের পাতার পর।। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন একুশ নম্বর আসাম রাইফেল এর নায়েক সুবেদার অশোক পাটারি, আসাম রাইফেল এর মেডিকেল অফিসার শুভ্র জ্যোতি, উদয়পুর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক দিলীপ দত্ত, গ্রামের প্রবীন ব্যক্তিত্ব জহর আলী প্রমুখ। এই শিবিড়ে গ্রামের কয়েক শত মানুষ বিনামূল্যে চিগিৎসা পরিষেবা এবং বিনামূল্যে ঔষধ গ্রহন করেন। সাস্থ্য শিবিড়ে এদিন সকাল থেকেই গ্রামের লোকজনেরা চিগিৎসা পরিষেবা নিতে ভীড় জমান। এই এলাকায় বিনামূল্যে সাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত করায় আসাম রাইফেল কতৃপক্ষ কে ধন্যবাদ জানান গ্রামের লোকজনেরা।

হেলস

সাতের পাতার পর।। ৩ মে ডাবলিনে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে গ্রীষ্মকালীন মৌসুম শুরু হবে ইংল্যান্ডের। পরে পাকিস্তানের বিপক্ষে একটি টি-টোয়েন্টি ও পাঁচটি একদিনের ম্যাচ খেলবে তারা। ৩০ মে থেকে নিজ দেশে শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে ইংলিশদের প্রথম প্রতিপক্ষ দক্ষিণ আফ্রিকা।

বিলিংস

সাতের পাতার পর।। ছিটকে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের আসন্ন আয়ারল্যান্ড ও পাকিস্তান ম্যাচও শেষ তার। পাশাপাশি নিজেদের মাঠে বিশ্বকাপ খেলার যে ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো তাও শেষ হয়ে গেলো বিলিংসয়ের।

বৃহস্পতিবার (২৫ এপ্রিল) কেন্ট লিগে ওয়ানডে কাপ খেলার সময় এই চোটে পড়েন ২৭ বছর বয়সী বিলিংস। ৩ মে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ও ৫ মে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে ইংল্যান্ডের। সেই দলে ডাকা হয়েছিলো বিলিংসকে। যদিও তাকে বিশ্বকাপের মূল স্কোয়াডে রাখা হয়নি তবে কিছুটা হলেও তার দলে ফেরার সম্ভাবনা ছিলো যা এই চোটে পড়ে শেষ হয়ে গেলো।

কেন্ট লিগ পরিচালক পল ডাউনটন বলেন, 'আমরা স্যামের জন্য খুবই দুঃখিত। এক গ্রীষ্মে এ ধরনের ইনজুরি সেরে ওঠা মুশকিল। কিন্তু আমি তার পেশাদারিত্বে ও দলের জন্য ত্যাগে কোনো প্রশ্ন তুলতে পারি না। আমি তার সুস্থ হয়ে ফিরে আসার অপেক্ষায় আছি।'

বিলিংসয়ের পরিবর্তে ২৬ বছর বয়সী বেন ফোকসকে দলে ডাকা হয়েছে।

আখতার

সাতের পাতার পর।। দ্রুতগতি সম্পন্ন এই বলটি করেছিলেন শোয়েব। তবে দুঃখের বিষয় এই বলটিকে গতির রেকর্ড হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি আইসিসি। ক্রিকেটের সর্বোচ্চ সংস্থা জানায়, গতি মাপার যন্ত্রটি সঠিক মানের ছিল না।

রাওয়ালপিন্ডি এক্সপ্রেস খ্যাত শোয়েবকে অবশ্য এমন খবর দমিয়ে রাখতে পারেনি। এক বছর পরেই ২০০৩ সালের দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফের ১০০ মাইলবেগে (১৬১.০৩ কিলোমিটার বেগে) বল করে রেকর্ডটি নিজের করে নেন।

শোয়েবের আগে গতির রেকর্ডটি ছিল অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ফাস্ট বোলার জেফ থমসনের দখলে। ১৯৭৫ সালে ৯৯.৮ মাইল বেগে বল ছুড়েছিলেন তিনি।

এদিকে শোয়েব আখতারের পরে অবশ্য ব্রেট লি, শন টেইটরা (১৬১.১ কিলোমিটার বেগ) ১০০ মাইল বেগের বল করেছেন। তবে পাকিস্তান তারকা রেকর্ড তার দখলেই রয়েছে।

নাগরিক

তিনের পাতার পর।। এর কাছে ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে গ্রেফতার করা হয় টি মেঘওয়াল নামে ওই পাকিস্তানি যুবককে। ধৃতকে জেরা করে বিএসএফ কর্তারা জানতে পেরেছেন, ওই যুবকের বাড়ি পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের থারপার্কার জেলায়। ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি চিরুনি এবং জামাকাপড়। জেরা করার পর ওই যুবককে বালাসার থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আহত ১২

তিনের পাতার পর।। জানা গেছে, বিবাহ পর্ব সম্পন্ন করে বঙাইগাঁও থেকে গোলকগঞ্জে ফিরছিল বরযাত্রীর দল। দুর্ঘটনাগ্রস্ত টর্যাভেলারে ১৭ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে।

যাত্রীদের

পাঁচের পাতার পর।। ডাউনের ঘটনা ঘটল এয়ার ইন্ডিয়া বিমান সংস্থায়। ভোররাত ৩.৩০ মিনিট নাগাদ সার্ভার শাটডাউন হওয়ার কারণে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা।

আহত ১

তিনের পাতার পর।। আজমের শরিফ ও খাতুশ্যামজি মন্দির দর্শন করে ফিরছিলঊ সেই সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাক তাঁদের পেছন থেকে ধাক্কা মারে।

পুলিশ সুত্রে খবর, মৃত দের নাম পঙ্কজ, রিতেশ, সুমিত শুক্লা, পারভেজ খান। আহত মহিলার নাম মণিকা পান্ডে। এরা সকলেই মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ঘটনাটি ঘটেছে ঝালাওয়ার-ইন্দোর সড়কে। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। বাকি দুজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করে। আহত মহিলাকে গুরুতর অবস্থায় ঝালাওয়ার সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

রায়পুর থানার এসএইচও জানিয়েছেন, দেহগুলিকে ময়াতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছেঊ ট্রাক ড্রাইভার পলাতক। তাঁকে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে বলে এদিন জানান পুলিশ আধিকারিক।

বিরুদ্ধে

পাঁচের পাতার পর।। তদন্তকারী অফিসারদের সন্দেহ, পূর্বতন কর্তাদের মদতেই একাধিক ভুয়ো অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হয়েছিল। লভ্যাংশের ক্ষেত্রেও কয়েক হাজার টাকার ফারাক দেখা যাচ্ছে। যেমন ২০০৯-১০ সালে পাঁচ হাজারের কিছু বেশি টাকার হিসেব মেলেনি। ২০১০-১১ সালে সেই পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ৮০ হাজারে।

এদিকে, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটির অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে আবার বিভিন্ন তহবিলের স্থায়ী গচ্ছিত (এফডি) নিয়ে দুর্নীতির তথ্য উঠে এসেছে। লক্ষ লক্ষ টাকার এফডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কোনও অ্যাকাউন্টেই সুদ সহ টাকা ঢোকেনি। বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই সোসাইটি এফডি মেয়াদ শেষের আগেই তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এমন আরও একাধিক অনিয়মের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। শুভেন্দুবাবু বলেন, সরকারি এবং আমাদের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে অনেক মিল রয়েছে। গত ২৭ জুলাই ওই রিপোর্ট সোসাইটির সাধারণ সভায় পেশ করা হয়েছিল।

বুমরাহ-শামি-জাডেজা-পুনম চার ক্রিকেটারকে অর্জুন পুরস্কারের সুপারিশ

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। অর্জুন পুরস্কারের জন্য ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ শামি, জসপ্রিত বুমরাহ, অল-রাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা ও মহিলা দলের ক্রিকেটার পুনম যাদবের নাম সুপারিশ করল বিসিসিআই। দিল্লিতে বোর্ডের সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত প্রশাসকদের কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিন দিল্লিতে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সিওএ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট অপারেশের জেনারেল ম্যানেজার সাবা করিম। এই চার ক্রিকেটারের নামই প্রস্তাব করেন। বোর্ডের এক সিনিয়র আধিকারিক জানান, 'অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হয় সিনিরিটি অনুযায়ী। করিমের উপস্থিতিতে পুরুষ ও মহিলা ক্রিকেটারদের বেছে নেওয়া হয়।

২৫ বছরের বুমরাহ তিন ফর্ম্যাটের ক্রিকেটেই ভারতীয় দলের সদস্য। আগামী বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের পেস আক্রমণের নেতৃত্বে থাকবেন তিনি। ভারতের বোলিং আক্রমণের অন্যতম হাতিয়ার শামিও। অন্যদিকে, জাডেজা একদিনের দলে কামব্যাক করে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা করে নিয়েছেন। ভারতীয় মহিলা দলের ২৭ বছরের লেগ স্পিনার পুনম ৪১ একদিনের ম্যাচে ৬৩ এবং ৫৪ টি ২০ ম্যাচে ৭৪ উইকেট দখল করেছেন।

এবার অবশ্য কোনও ব্যাটসম্যান অর্জুনের জন্য মনোনীত হয়নি। দেশের হয়ে ৩৪টি টেস্ট, ১৪টি একদিন এবং ২৭টি টি-২০ ম্যাচ খেলা লোকেশ রাহুলের অর্জুন পুরস্কার না-পাওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সম্প্রতি কফি উইথ করণে মহিলাদের নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য কি মনোনয়ন পেলেন না টিম ইন্ডিয়ার ডানহাতি ব্যাটসম্যান। এ প্রসঙ্গে বোর্ডের ওই আধিকারিকের বক্তব্য, 'এটি টেকনিক্যালি বিষয়। তবে অমবাডসম্যানের তরফে ক্লিনচিট পাওয়ার পর রাহুলের এই পুরস্কার না-পাওয়ার কোনও কারণ নেই। তবে হ্যা, সময়টা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিতে পারে।'

তবে নিয়মানুযায়ী পুরস্কারে মনোনয়নের জন্য ক্রীড়াবিদদের শুধু পারফর্ম করলেই হয় না। চার বছর ধরে আন্তর্জাতিক স্তরে ভালো পারফরম্যান্সের পাশাপাশি নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা, স্পোর্টসম্যানশিপ এবং নিয়মানুবর্তিতা হওয়া দরকার। এ পর্যন্ত ৫৩ জন ক্রিকেটার অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। প্রথম এই পুরস্কার পেয়েছিলেন ১৯৬১ সালে সেলিম দুরানি। যিনি ভারতীয় ক্রিকেটে হুক মাস্টার বলে পরিচিত ছিলেন। আর শেষ অর্জুন পেয়েছেন। ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার স্মৃতি মন্ধনা। গত বছর অর্জুন পুরস্কার পেয়েছেন স্মৃতি।

পাল্টে গেল আইপিএলের সময়

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল।। পূর্বের সূচি অনুযায়ী ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটি শুরু হয় স্থানীয় সময় রাত ৮টায় (বাংলাদেশ সময় সাড়ে ৮টা)। যা শেষ হতে অনেক সময় ১২টা বেজে যায়। যা ভারতীয়দের কাজের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। এসব ভেবেই এগিয়ে আনা হচ্ছে ম্যাচের সময়।

১২টায় ম্যাচ শেষ করে ঘরে ফিরতে মধ্যরাত পেরিয়ে যায় বেশিরভাগ সমর্থকদের। যার ফলে পরের দিন কাজে যোগ দিতে সমস্যা হয় যা বিভিন্ন দফতরে কাজের সমস্যার সৃষ্টি করে। অবশ্য আইপিএল শুরুর আগেই দ্বিতীয় ম্যাচের সময় নিয়ে সমর্থকদের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিলো যা বিভিন্ন সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও সংবাদ মাধ্যমেও এসেছে।

এবার সমর্থকদের দাবিই মেনে নিলো আইপিএল আয়োজক কর্তৃপক্ষ। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচগুলো পূর্ব নির্ধারিত সময়ে শুরু হলেও প্লে অফের ম্যাচের সময় এগিয়ে আনা হয়েছে। নতুন সময় অনুযায়ী স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় (বাংলাদেশ সময় ৮টা) শুরু হবে প্লে অফের চারটি ম্যাচ। আর স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ৭টায় টস করা হবে।

শনিবার (২৭ এপ্রিল) দিল্লির বিসিসিআইয়ের কমিটি অব অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জরুরী সভা শেষে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

চলমান সংকটে খেলতে রাজি নয় শ্রীলঙ্কা

কলম্বো, ২৭ এপ্রিল।। শ্রীলঙ্কায় সিরিজ বোমা হামলার ঘটনার জেরে পাকিস্তান অনূর্ধ-১৯ দলের সফর বাতিল করলো শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট (এসএলসি)। চলতি মাসের ৩০ তারিখ পাকিস্তান যুব দলের শ্রীলঙ্কায় সফর করার কথা থাকলেও তা আর হচ্ছে না বলে জানিয়েছে ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফো।

গেলো ২১ এপ্রিল খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের উৎসব ইস্টার সানডে উদযাপনকালে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো এবং তার আশপাশের তিনটি গির্জা ও তিনটি হোটেলসহ আটটি স্থানে বোমা হামলা চালানো হয়। লঙ্কান সরকার এই হামলায় নিহতের সংখ্যা ২৫৩ বলে নিশ্চিত করে।

এই হামলার জেরেই পাকিস্তান যুব দলের সফর স্থগিত করে এসএলসি। ৩ মে থেকে গলে দুই দেশের যুবদলের মধ্যকার সিরিজটি শুরু হওয়ার কথা ছিলো। স্থগিত হলেও তা পরবর্তীতে কবে হতে পারে জানায়নি এসএলসি। তবে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যেকোনো সময় তারা এই সিরিজ খেলতে প্রস্তুত।

পাকিস্তান যুব দলের সফর স্থগিত প্রসঙ্গে নাম গোপন শর্তে এক এসএলসি কর্মকর্তা ক্রিকইনফোকে বলেন, 'অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য সফরটি স্থগিত হয়ে যাচ্ছে। এসএলসি সিদ্ধান্তটি নিয়েছে, আমরা কোনো রকম ঝুঁকি নিতে চাই না।'

পাঁচ মাস মাঠের বাইরে বিলিংস

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল।। কাঁধের হাড় সরে গিয়ে চলতি ক্রিকেট মৌসুম শেষ ইংলিশ উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান স্যাম বিলিংসয়ের। কমপক্ষে পাঁচ মাসের জন্য মাঠের বাইরে -ছয়ের পাতায় দেখুন

আক্রমণে শক্তি বাড়াতে চান জিদান

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল।। আসছে গ্রীষ্মকালীন দল-বদলে রিয়াল মাদ্রিদের আক্রমণভাগে শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্য কোচ জিনেদিন জিদানের। তবে এদেন আজার বা নেইমারের মতো নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

মার্চে দ্বিতীয় মেয়াদে কোচ হিসেবে জিদান মাদ্রিদে ফেরার পর থেকে স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যমে খবর, দলকে কক্ষপথে ফেরাতে বড় অংকের অর্থ খরচ করে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় কিনতে চায় রিয়াল। আজার, নেইমার, কিলিয়ান এমবাপে, পল পগবাদের নাম আলোচনায় আছে।

শনিবার সংবাদ সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে জিদান বলেন, "পরিকল্পনা হলো, আগামী বছর আক্রমণভাগে আরও শক্তি বাড়ানো। আমরা দেখব কি ঘটে।"

"আমি কি করতে চাই তা নিয়ে আমার খুব পরিষ্কার ধারণা আছে। কিন্তু দল-বদলের ব্যাপারে আমার পুরো ক্ষমতা নেই। আমি এখানে কোচ। আমি ছাড়াও ক্লাব, সভাপতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানুষ আছে। এখানে কাজগুলো সবাই মিলে করা হয়।"

সম্প্রতি বেলজিয়ামের ফরোয়ার্ড আজারের সঙ্গে একই দলে খেলার ইচ্ছার কথা জানান পিএসজির নেইমার। সময়ের অন্যতম সেরা এই দুই ফরোয়ার্ড আগামী মৌসুমে সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে যোগ দিতে পারে কি-না, এমন প্রশ্নের জবাবে সরাসরি কিছু বলেননি জিদান।

"অনেক খেলোয়াড় জানে যে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্লাব। আর অনেক খেলোয়াড়ই এখানে খেলতে চায়। এটা স্বাভাবিক। এটা এমন এক ক্লাব যেখানে স্বপ্ন সত্যি হয়। কিন্তু আমাদের দেখতে হবে যে কি ঘটে।"

রোববার বাংলাদেশ সময় রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে নিজেদের পরের ম্যাচে লা লিগায় রায়ো ভাইয়েকানোর মুখোমুখি হবে রিয়াল। সব প্রতিযোগিতা মিলে দলটির শেষ আট গোলের সবকটি করা করিম বেনজেমাকে এই ম্যাচে পাবে না তারা। হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন ফরাসি ফরোয়ার্ড।

লিগে ৩৪ ম্যাচে ২০ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে রিয়াল। শীর্ষে থাকা বার্সেলোনার পয়েন্ট ৮০।

ফিরেই মাদক নিয়ে নিষিদ্ধ হেলস

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল।। বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ডাক পাওয়া যেখানে ক্রিকেটারদের স্বপ্নের বিষয়, সেখানে জায়গা পেয়েও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন অ্যালেক্স হেলস। তবে সব শঙ্কা দূর করে পুনরায় ফিরে আসেন ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডের ১৫ সদস্যের দলে থাকা এই ব্যাটসম্যান।

কিন্তু আবারও ইংলিশদের মনে অস্বস্তি বাড়িয়ে দিলেন হেলস। ডোপ টেস্ট উৎরাতে ব্যর্থ হয়েছেন ৩০ বছর বয়সী তারকা। সম্প্রতি 'বিনোদনমূলক' মাদক নেওয়ায় টেস্টে পজিটিভ হয়েছেন তিনি। তার জন্য ২১ দিন নিষেধাজ্ঞা কাটাতে হবে হেলসকে।

গার্ডিয়ান জানায়, দ্বিতীয় পরীক্ষাতেও ব্যর্থ হওয়ায় ২১ দিনের নিষেধাজ্ঞা পাচ্ছেন হেলস। অবশ্য ইংলিশ ব্যাটসম্যান 'মাঠের বাইরের এই ঘটনা'কে মেনে নিয়েছেন। স্কোয়াড ঘোষণার আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) হেলসের ড্রাগ নেওয়ার বিষয়টা অজানা ছিল বলে জানায় ইএসপিএন ক্রিকইনফোকে।

২০১৩ সালে ড্রাগের কারণে সারে'র খেলোয়াড় টম মায়নার্ডের মৃত্যুর পর মৌসুমের শুরু ও শেষের দিকে ড্রাগ টেস্ট বাধ্যতামূলক করে ইসিবি। তারই রুটিনে ধরা পড়েছেন হেলস।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণার পরপরই হেলস ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নটিংহ্যামশায়ারের রয়্যাল লন্ডন কাপ থেকে সরে দাঁড়ান। আজ শনিবার (২৭ এপ্রিল) বিশ্বকাপের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তার।

তৃতীয়বারের মতো ড্রাগ টেস্টে পজিটিভ হলে বড় শাস্তির মুখে পড়তে হবে হেলসকে। এর আগে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রিস্টলের এক বারে মারামারির ঘটনায় সাদা বলের ক্রিকেটে ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। গুণতে হয়েছিল ১৭ হাজার ৫০০ পাউন্ডের জরিমানা। এবার বিশ্বকাপের আগে আরেকটি কালো অধ্যায় যুক্ত হল হেলসের জীবনে।

হেলস ইংলিশদের হয়ে ১১ টেস্ট ও ৭০টি ওয়ানডে খেলেছেন। টি-টোয়েন্টি খেলেছেন ৬০টি। সাদা বলের এই মারকুটে ব্যাটসম্যান নটিংহামশায়ারের সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন ২০১৮ সালে। দলটির হয়ে তিনি খেলবেন ২০১৯ সাল পর্যন্ত। -ছয়ের পাতায় দেখুন

অসুস্থ ধোনি ও জাদেজা

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল।। একদিকে এগিয়ে আসছে বিশ্বকাপ। অপরদিকে চলছে জমজমাট ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)। লিগ শেষেই শুরু হয়ে যাবে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। কিন্তু এরই মধ্যে বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক ও চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি ও রবীন্দ্র জাদেজা।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম জানাচ্ছে, অসুস্থতার কারণে আইপিএলে চেন্নাইয়ের সর্বশেষ ম্যাচেও অংশ নেননি ধোনি ও জাদেজা। তাদের অসুস্থতার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চেন্নাই সুপার কিংসের কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং।

ধোনির অনুপস্থিতিতে মুম্বাইয়ের বিপক্ষে দলকে নেতৃত্ব দেন সুরেশ রায়না। ধোনি ও জাদেজার অনুপস্থিতির ফলও পেয়েছে চেন্নাই। মুম্বাইয়ের বিপক্ষে ৪৬ রানের পরাজয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে দলটি।

ম্যাচ শেষে কোচ ফ্লেমিং জানান, ধোনি-জাদেজা দুজনই অসুস্থ। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওরা দুজনেই বেশ অসুস্থ। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। অনেক দলই এখন এই সমস্যায় পড়েছে। আমরাও ভুগছি।'

তবে ধোনি-জাদেজাকে শিগগিরই দলে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী চেন্নাইয়ের কোচ। বলেন, 'আমরা চার দিনের বিরতিকে কাজে লাগানোর দিকে তাকিয়ে আছি। অবশ্য একদিন দেরিতে বিরতি পাচ্ছি আমরা। বিরতিকে কাজে লাগাতে হবে।'

পুরুষ ক্রিকেটে প্রথম নারী আম্পায়ার

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল।। ক্রিকেট পুরুষ ভদ্রলোকদের খেলা নামে পরিচিত ছিল। তবে সেই ধারা থেকে বেরিয়ে নারীরাও এখন সমানতালে ক্রিকেট খেলছে। এবার এক নারী দীর্ঘদিনের একটি ইতিহাস ভেঙে দিলেন পুরুষদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে।

পুরুষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম নারী আম্পায়ার হতে যাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার ক্লেইর পোলোসাক। আইসিসির ওয়ার্ল ক্রিকেট লিগ ডিভিশন টু'য়ের শনিবার (২৭ মে) স্বাগতিক নামিবিয়া বনাম ওমানের চলমান ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি।

৩১ বছর বয়সী ক্লেইর আগে ২০১৭ সালের অক্টোবরে প্রথম নারী আম্পায়ার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এছাড়া ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে তিনি ১৫টি আর্ন্তজাতিক নারী ক্রিকেট ম্যাচে আম্পায়ার হিসেবে ছিলেন। এবং ২০১৮ নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ম্যাচ পরিচালনা করেন।

নতুন এক ইতিহাস গড়ার সময় ক্লেইর বলেন, 'মহিলারা কেন ক্রিকেটে আম্পায়ারিং করতে পারবে না তার কোনো যথাযথ কারণ নেই। এই ধরনের বাধা ভাঙতে হবে।'

আজকের দিনে গতির রেকর্ড গড়েন শোয়েব আখতার

ইসলামাবাদ, ২৭ এপ্রিল।। ২০০২ সালের আজকের দিনে (২৭ এপ্রিল) ইতিহাসের প্রথম কোনো বোলার হিসেবে ১০০ মাইল বেগের বল করে রেকর্গ গড়েছিলেন শোয়েব আখতার। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘণ্টায় ১০০.০৪ মাইল বেগ বা ১৬১ কিলোমিটার বেগে বল ছুড়েছিলেন সাবেক পাকিস্তানের ফাস্ট বোলার।

নিউজিল্যান্ডের হার্ডহিটার ব্যাটসম্যান ক্রেইগ ম্যাকমিলানের বিরুদ্ধে -ছয়ের পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ 28 April, 2019, Sunday আগরতলা ২৮ এপ্রিল, ২০১৯ ইং, ১৪ বৈশাখ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

শনিবার আগরতলায় গড়িয়া উৎসবের উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কি। ছবি-উত্তম কুমার নাথ।

পরিযায়ী পাখীর তান্ডবে অতিষ্ঠ কদমতলার সরলা গ্রামের মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি প্রতিনিধি ২৭ এপ্রিল।। সম্প্রতি পরিযায়ী বক প্রজাতির ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর তান্ডব দেখা দিয়েছে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধিন সরলা গ্রামে।এতে একদিকে যেমন পুরো গ্রামের সাধারণ মানুষ নাজেহাল অন্যদিকে গ্রাম ছেড়ে পালানোর উপক্রম দেখা দিয়েছে স্থানিয় এক স্কুল শিক্ষকের পরিবারকে। বিষয়টুকু ইতিমধ্যে জেলা বন বিভাগের উর্দতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও তারা ধরি মাছ না ছুঁই পানি ফর্মুলায় কাজ করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বক প্রজাতির পরিযারী পাখীদের তান্ডব স্বচক্ষে না দেখলে হয়তা বিষয়টুকু অনেকের কাছে আক্কেল গুড়ুমের মত ধরা দেবে।তবে তা এক নজর নীজের চোখে যে কেহই পরখ করলে পাখীদের তান্ডব কেমন পর্য্যায়ে পৌছতে পারে তা সহজেই বোধগম্য হবে। এটা কোনও রূপ কথার গল্প না হলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারি পাখীদের গত কয়দিনের তান্ডবে পুরো সরলা গ্রামের জনগনের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে।গ্রাম জুড়ে নানা রোগ ব্যাধি ছড়ানোর আশঙ্কাও কুরে কুরে খাচ্ছে স্থানিয় সচেতন মহলকে। গ্রামের যে বাড়িতে এই কুটুম্ব পাখীরা বাঁসা বেঁধেছে সে পরিবারের লোকদের মধ্যে ছেঁড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি রব উঠেছে। ব্যাপারটুকু গত দিন চারেরক আগে ভূক্তভোগীদের অভিযোগের ভিত্তিত্বে চুরাইবাড়ি বন বিভাগের পক্ষে সরজমিনে তদন্ত করা হলেও সমস্যা কাঁটেনি অদ্যবদি। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও বর্ষাকাল নেমে আসতেই স্থানিয় সরলা জিপির এক নং বামুনিয়া ওয়ার্ডের বাসিন্ধা তথা প্রয়াত রমেশ নাথের পুত্র পেশায় স্কুল শিক্ষক সুরেন্দ্রচন্দ্র নাথের বাড়িতে থাকা কয়টি বাঁশের ঝাঁড়ে কয়টি রং বেরঙ্গের পরিযারী বক জাতিয় পাখী এসে বাঁসা বাঁধে।দেখতে দেখতে পাখীর দলটি বড় হয়ে যায়। বর্তমানে উক্ত দলে প্রায় দুই থেকে তিন”হাজারে মত পাখী সামিল হয়ে স্কুল শিক্ষকের বাড়ির পাঁচ ছটি বাঁশের ঝোঁপ এখন তাদের দখলে। এই পাখীগুলো দিন রাত একাকার করে বিভিন্ন স্থান থেকে আহার সংগ্রহ করে চলেছে।তাদের আহারের উচ্ছিষ্ট যেমন মাছ ব্যাঙ সাপ ফলমুল ইত্যাদি দিনের পর দিন বাড়ির স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করে এসবের দুর্ঘন্ধ পুরো গ্রাম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে পুরো গ্রাম জুড়ে নানা সংক্রামক রোগ ছড়িয়ে পড়ার উপক্রম দেখা দিয়েছে। পাখীগুলোকে স্বাভাবিক ভাবে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা হলেও নিট ফল শূণ্য। এ সমস্যা নিয়ে মহা ফ্যাঁসাদে পড়েছেন নাথ বাড়ির লোকেরা সহ গ্রামের সাধারণ জনগন। বিষয়টুকু গত কদিন আগে স্থানিয় বন বিভাগের নজরে আনা হলে তারা বিষয়টুকু খতিয়ে দেখে জেলা বন বিষয়ার নজরে এনেছেন। এ মর্মে চোরাইবাড়ি বনদপ্তরের বিটকর্তা অমিয় সূত্রধর গতকাল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে ধর্মনগর রেঞ্জ অফিসে রিপোর্ট করেন। তারপর ধর্মনগর রেঞ্জ অফিসের রেঞ্জার শৈলেন মালাকার আজ অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে বাড়ি মালিকের সাথে কথা বলে উনাকে পুরো বাড়িটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রেখে জীবাণু নাশক ঔষধ স্প্রে করার নিদান দিয়ে বিষয়টুকু জেলা এসডিএফও প্রনজিৎ ভৌমিকের নজরে এনেছেন। বর্তমানে বন বিভাগের পক্ষে উক্ত পাখী আক্রান্ত বাড়িটি ক্লিন রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হলেও পরিয়ারীদের অন্যত্র হটিয়ে নেবার কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার খবর নেই।এতে বন বিভাগের ভূমিকা নিয়ে স্থানিয়দের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। তবে বন বিভাগের একটি সুত্র জানিয়েছে যে এসব পাখীরা ছয়মাস ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে খাবারের অনুসন্ধানে থাকলেও ওরা বাকি সময়ে বাংলাদেশ হয়ে সুদুর অষ্ট্রেলিয়া থাইলেন্ড ও সুইজারল্যান্ডে বসবাস করে। তাদেরকে ধরা ও হত্যা করা আইনত দন্ডনিয়। এসব পাখীরা পরিবেশের বন্ধু। প্রয়োজনে বন বিভাগের পক্ষে একটি বিশেষ মেডিকেল টিম অকুস্থলে মোতায়েন করা যেতে পারে। এমনকি বিষয়টুকু ওয়াইল্ড লাইফ বিভাগের নজরেও আনা হতে পারে।এ নিয়ে গৃতকর্তা সহ গ্রামবাসিদের মধ্যে অযথা ভয়কাতু হবার কিছু নেই বলে বন বিভাগের পক্ষে জনগনকে অভয়বার্তা প্রদান করা হয়েছে।

থাণে স্টেশনে সন্তানের জন্ম দিলেন বছর ২০-র মহিলা, মা ও শিশু উভয়েই সুস্থ

থাণে (মহারাষ্ট্র), ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মহারাষ্ট্রের থাণে স্টেশনে সন্তানের জন্ম দিলেন বছর ২০-র এক মহিলা। আপাতত মা ও সদ্যোজাত শিশু উভয়েই সুস্থ রয়েছেন। থাণে রেল পুলিশ সূত্রের খবর, কোঙ্কন কন্যা এক্সপ্রেসে চেপে মুম্বইয়ে যাচ্ছিলেন বছর ২০-র ওই মহিলা। শনিবার সকালে চলন্ত ট্রেনেই প্রসব যন্ত্রণা ওঠে ওই মহিলারঊ অন্যান্য যাত্রীদের সহায়তায় তড়িঘড়ি থাণে স্টেশনে নামনো হয় ওই মহিলাকে। থাণে স্টেশনে কর্তব্যরত এক টাকার ক্লিনিক কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই মহিলাকে। এরপর থাণে স্টেশনেই ফুটফুটে সন্তানের জন্ম দেন ওই মহিলা।

ক্লিনিক কর্মীরা জানিয়েছেন, মা ও সদ্যোজাত শিশু উভয়েই এখন সুস্থ রয়েছে। রেল পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কোঙ্কন কন্যা এক্সপ্রেসে চেপে মুম্বই যাচ্ছিলেন বছর ২০-র ওই মহিলা। ট্রেনে ওই মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য ছিল না বলেই জানা গিয়েছে। মুম্বইয়ে তিনি কোথায় যাচ্ছিলেন, তাও জানা যায়নি। তবে, থাণে স্টেশনে সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর এখন যথেষ্ট আনন্দে রয়েছেন ওই মহিলা।

বিতর্কিত মন্তব্য বিহারি বাবুর, শত্রুঘ্ন সিনহার মন্তব্যে বিপাকে কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। চলতি মাসেই বিজেপি ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন শত্রুঘ্ন সিনহা। বিহারের পাটনা সাহিব লোকসভা আসন থেকেই কংগ্রেসের টিকিটে লড়ছেন তিনি। এক রাজনৈতিক সভায় তাঁর মুখেই শোনা গেল মহম্মদ জিন্নার প্রশংসা। পরে বললেন, মুখ ফস্কে বেরিয়ে ওই ভুল মন্তব্য করে ফেলেছেন তিনি। শুক্রবার মধ্যপ্রদেশে এক রাজনৈতিক প্রচারসভায় শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছিলেন, 'মহাত্মা গান্ধী থেকে মহম্মদ আলী জিন্না প্রত্যেকেই কংগ্রেস পরিবারের অংশ।ঙ্র’ কংগ্রেস সাংসদের এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাজনৈতিক মহলে সমালোচনার ঝড় ওঠে। তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে বিহারের বিজেপি নেতা সুশীল মোদীর প্রতিক্রিয়া, শত্রুঘ্ন সিনহা তাঁদের দলের কেউ নন। এখন কংগ্রেসকে লজ্জায় ফেলছেন, বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অন্যদিকে, বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম শত্রুঘ্ন সিনহাকে নিজের মন্তব্যের ব্যাখ্যা করতে বলেছেন। ঙ্র’তিনি এর আগে বিজেপির অংশ ছিলেন। ফলে এব্যাপারে বিজেপিরই ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত কীভাবে সে এতদিন বিজেপিতে ছিল। আমি প্রত্যেক সদস্যের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দেব না। আমি শুধু দলের কথা বলতে পারি।’ শনিবার শত্রুঘ্ন সিনহা নিজে যদিও বলেছেন, ঙ্র’মুখ ফসকে ওই ভুল মন্তব্য বেরিয়ে গিয়েছে। মওলানা আজাদ বলতে গিয়ে মহম্মদ আলী জিন্না বলে ফেলেছি।

আসাম রাইফেল এর উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৭ এপ্রিল।। আসাম রাইফেল এর উদ্যোগে শনিবার উদয়পুর মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র অধীন তৈনানির কে পি সি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক মেগা সাস্থ্য শিবির। শিবিড়ে বিশেষজ্ঞ চিগিৎসকরা সাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করেন। সাস্থ্য শিবিড়ে পরীক্ষা করে রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধও প্রদান করা হয়। সাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত ছিলেন আসাম রাইফেল একুশ নম্বর ব্যাটেলিয়নের মেজর ব্রজেশ তুমার। -ছয়ের পাতায় দেখুন

শনিবার রাগনা সীমান্ত পরিদর্শন করেন ভারত-বাংলা উভয় দেশের আধিকারীকরা। নিজস্ব ছবি।

ঝড় ও শিলাবৃষ্টি, তছনছ অসমের বিভিন্ন প্রান্ত

গুয়াহাটি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। উজান অসমের ভিন্ন প্রান্তে শুক্রবার রাতভর প্রচণ্ড ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। ফলে ওই সব অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ঝড়-তুফানের কবল পড়ে বিভিন্ন অঞ্চল তছনছ হওয়ার পাশাপাশি শতাধিক পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়েছেন বলে খবর।

এদিকে প্রলয়ঙ্করী ঝড়ের প্রভাবে বহু এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি, গাছ-গাছালি ধরাশায়ী হয়েছে। ফলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট বিস্তীর্ণ এলাকা। এছাড়া বহু অঞ্চলে রাস্তায় গাছ ও বিদ্যুৎ পরিবাহী খুঁটি পড়ে যাওয়ায় যান চলাচলে ব্যাঘাতের সৃষ্টি হয়েছে।

গতরাতের ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে গোলাঘাট জেলার সরুপথার শহর-সহ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের। সরুপথার শহরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কয়েকটি পরিবারের বসতঘরের পাশাপাশি পদুমণি এলপি স্কুলের। এই স্কুলবাড়ির ওপর একটি প্রকাণ্ড গাছ পড়ে বিস্তর ক্ষতি করেছে। এছাড়া সরুপথার কলেজেরও ব্যাপক ক্ষতি সাদন করেছে তুফান। কলেজে লোকসভা নির্বাচনের স্ট্রংরুম গড়া হয়েছে। স্ট্রংরুমের দেখভালের জন্য নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীর একটি ঘরেও ক্ষতি হয়েছে তুফানে। অনুরূপভাবে ধনশিরি মহকুমার উরিয়ামঘাট, বড়পথার, প্রেমহরা, সেবাগুড়ি ইত্যাদি অঞ্চলের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে ঝড়ো-তুফানের ফলে। শিলাবৃষ্টির দরুন বেজায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে মরশুমি ফসলের।

অন্যদিকে, মধ্যম অসমের নগাঁও জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত প্রলয়ঙ্করী তুফান বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক -ছয়ের পাতায় দেখুন

শীঘ্রই বাজারে আসছে নতুন ২০ টাকার নোট : আরবিআই

মুম্বই, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। অতি শীঘ্রই বাজারে আসতে চলেছে মহাত্মা গান্ধী সিরিজের নতুন ২০ টাকার নোট। শনিবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (আরবিআই)-র পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আরবিআই সূত্রের খবর, মহাত্মা গান্ধী সিরিজের নতুন ২০ টাকার নোটের বেস রঙ হল সবুজাভ হলুদ। নতুন ২০ টাকার নোটে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাসের সই থাকবে। একইসঙ্গে আরবিআই জানিয়েছে, নতুন ২০ টাকার নোটের পাশাপাশি পুরনো ২০ টাকার ব্যাঙ্ক নোটও একইভাবে বাজারে চলবে।

আরবিআই-এর পক্ষ থেকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নতুন ২০ টাকার নোটের উভয়দিকে জ্যামিতিক প্যাটার্নে বেশ কিছু ডিজাইন রয়েছে। নতুন ২০ টাকার নোটের ডাইমেনশন হল ৬৩ এমএম অ ১২৯ এমএম। আরবিআই গভর্নরের সই ছাড়াও এই নোটের মাঝখানে রয়েছে মহাত্মা গান্ধীর ছবি, ছোট অক্ষরে লেখা ‘আরবিআই’, ‘ভারত’, ‘ইন্ডিয়া’ এবং ‘২০’।

ঝালাওয়ারে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪, আহত ১

কোটা(রাজস্থান),২৭ এপ্রিল(হি.স.)।। রাজস্থানের ঝালাওয়ারের কাছে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৪ ব্যক্তি সহ আহত এক মহিলা। শনিবার সকালে গাড়িতে করে তাঁরা আজমের শরিফ ও খাতুশ্যামজি মন্দির দর্শন করে ফিরছিলঊ সেই সময় দ্রুত গতিতে আসা একটি ট্রাক তাঁদের পেছন থেকে ধাক্কা মারে।

পুলিশ সুত্রে খবর, মৃত দের নাম পঙ্কজ, -ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তানিদের আর ভিসা দেবে না, ট্রাম্প প্রশাসনের সিদ্ধান্ত

ওয়াশিংটন, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার এখন থেকে কোনও পাকিস্তানি নাগরিককে আর ভিসা দেবে না। এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন মুলুকে অবৈধভাবে থাকা নাগরিকদের ফেরত না নেওয়ায় পাকিস্তানের উপর এমন ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

এর আগে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞার কোপে পড়েছে দশটি দেশ। ২০০১ সালে ঘানা ও গায়ানা, ২০১৬ সালে গাম্বিয়া, ২০১৭ সালে কম্বোডিয়া, ইরিট্রিয়া, গায়ানা ও সিয়েরা লিওন এবং ২০১৮ সালে সর্বশেষ মায়ানমার ও লাওসের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।

এদিকে পাকিস্তানিদের ভিসা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে নতুন করে উত্তপ্ত হচ্ছে পাক রাজনীতি। বিভিন্ন ব্যবসায়িক লেনদেন ও উচ্চশিক্ষার -ছয়ের পাতায় দেখুন

দিল্লির দ্বারকায় প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসারের স্ত্রীর মৃত্যু

দ্বারকা, ২৭ এপ্রিল (হি. স.)।। শনিবার রাজধানী দিল্লির দ্বারকায় নিজের বাড়িতে উদ্ধার হল প্রাক্তন আইএএফ উইং কমান্ডারের ৫২ বছর বয়সী স্ত্রীর দেহ। নিহতের নাম নিনু জৈন (৫২)। এদিন সকালে নিনুর বাবা ও ভাই তাঁকে দেখতে এলে ঘর ভেতর থেকে তালাবন্ধ দেখে সন্দেহ হয় তাঁদের। অনেক ডাকাডাকির পরও সাড়া না মেলায় প্রতিবেশীদের সাহায্যে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় নিনুদেবীকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহটি উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশের এক ঊর্ধতন কর্তা এদিন জানান, ঙ্র’মৃতের পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, নিনু জৈনের বাবা বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ডেকেছিলেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নিনু অস্বীকার করেন। এদিন সকালে, তিনি আবার নিনুকে ফোন করেছিলেন কিন্তু তিনি ফোনটি তোলেননি। তারপরে, তাঁর বাবা ও ভাই তাকে দেখতে আসেন কিন্তু দেখলেন যে বাড়ির দরজাটি ভিতর থেকে তালাবন্ধ রয়েছে। সাড়া না মেলায় প্রতিবেশীদের সাহায্যে তালা ভেঙে ঘরে ঢুকলে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায় নিনুদেবীকে।ঙ্র’ স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। যদিও মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। তবে, প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইল ফোন, কিছু নগদ এবং গয়না ও জহরত পাওয়া যায় নি দ্বারকার বাড়ি থেকে। ঘটনায় ৩০২ (হত্যা) ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ (ডাকাতি) ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। নিনুর স্বামী ভারতীয় বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার এবং বর্তমানে ইন্ডিগো বিমানসংস্থায় বাণিজ্যিক পাইলট হিসেবে কাজ করছেন। দম্পতির এক পুত্র এবং এক কন্যা রয়েছে।

প্রযোজন ছাড়া ভারতীয়দের শ্রীলঙ্কায় না যাওয়ার পরামর্শ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ২৭ এপ্রিল (হি.স.)।। ভারতীয়দের কার্যত শ্রীলঙ্কায় যেতে নিষেধ করল দিল্লি। শনিবার কেন্দ্রের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, একান্তই জরুরি দরকার বা পেশাগত প্রযোজন ছাড়া শ্রীলঙ্কায় পা রাখা মোটেই নিরাপদ নয় ভারতীয়দের ক্ষেত্রে। কোনও কারণে যদি শ্রীলঙ্কায় যেতেই হয় তাহলে কলম্বোয় ভারতীয় হাই কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেই যাওয়া উচিত। শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় হাই কমিশনের নম্বর মিলবে কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটেই। সেখানে যোগোযোগ করলেই তারা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

গত রবিবার রাজধানী কলম্বো-সহ আরও দু’টি শহরে গির্জা ও হোটেলে মোট আটটি বিস্ফোরণ ঘটে। এই ধারাবাহিক বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩৫৯। তার মধ্যে অন্তত ১০ জন ভারতীয়ও রয়েছেন। মঙ্গলবারই এই হামলার দায় স্বীকার করেছে আইএস জঙ্গি গোষ্ঠী। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রনিল বিক্রমসিঙ্ঘে সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, প্রথম বিস্ফোরণের দু’ঘণ্টা আগেই ভারতীয় গোয়েন্দারা শ্রীলঙ্কার প্রতিরক্ষা দফতরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য বিস্ফোরণের আগাম বার্তা দেন। জঙ্গি নিশানায় যে শ্রীলঙ্কার গির্জাগুলিও আছে তাও জানানো হয় ভারতীয় গোয়েন্দাদের তরফে। তবে এই সতর্কবার্তা গ্রাহ্য না করাতেই এতবড় নাশকতা ঠেকাতে পারেনি দ্বীপ রাষ্ট্র।

যদিও -ছয়ের পাতায় দেখুন

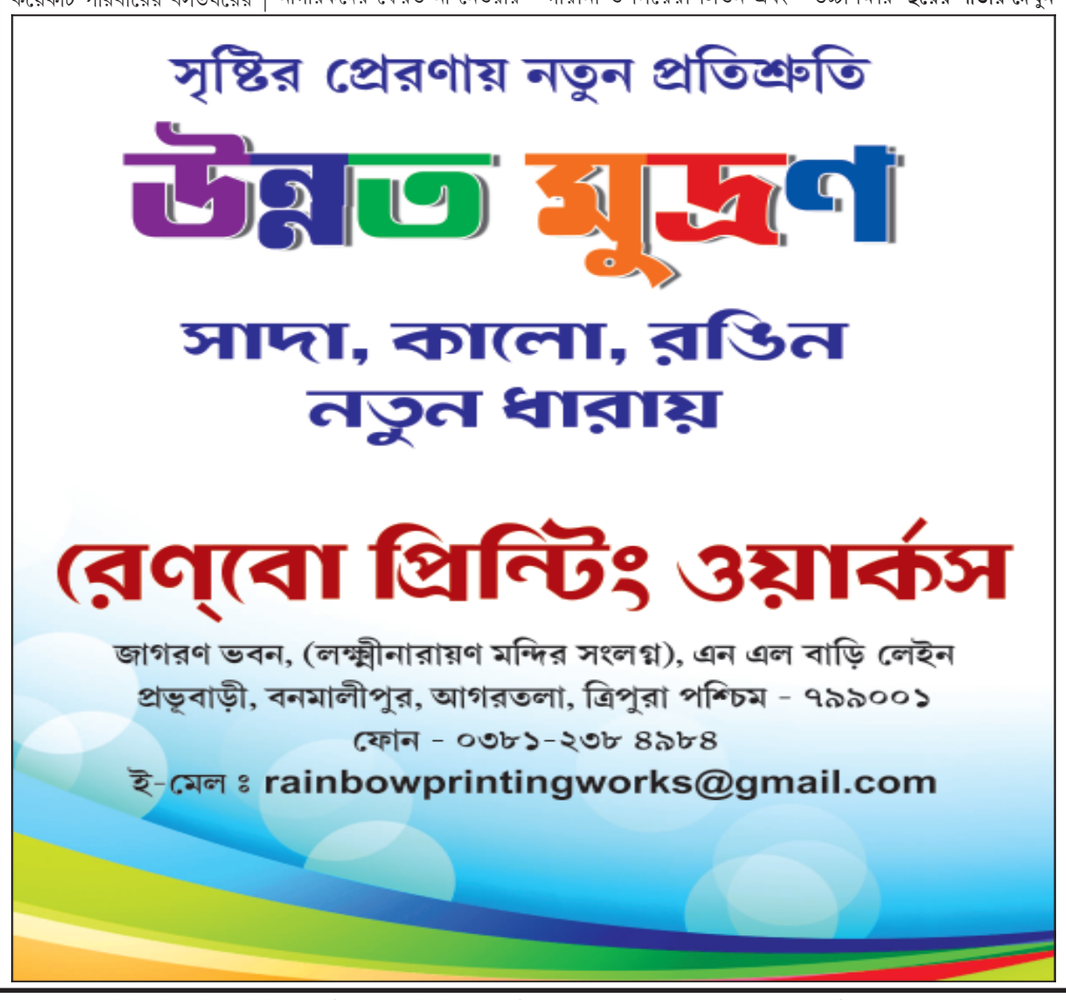

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।